SURA-SUNDARI',

OR

THE FAIR HEROINE.

রাজস্থানীয় বীরবালা-বিশেষের

চরিত্র।

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

অনুকীর্ত্তিত।
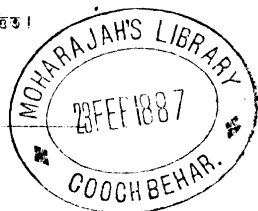
CALCUTTA:

PRINTED BY C. B. LEWIS, BAPTIST MISSION PRESS.

1868.

মঙ্গলাচরণ।
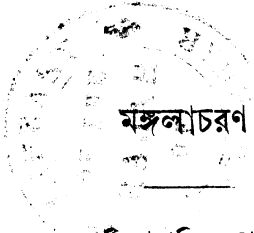
কবিতাশক্তির প্রতি।

কোথা গো কবিতা সতি সুধাস্বরূপিণী।
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিনী॥
তুয়াপদ সরসিজ পরিহরি আমি।
হইয়াছি বিফল চিন্তার অনুগামী॥
সে চিন্তাগরলে মম মন জর জর।
স্থির নহি ঠাকুরাণি! কাঁপি থর থর॥
বহুদিন দেখি নাই শান্তি মুখশশী।
দিবানিশী ঘেরিয়াছে মলিনতা মসী॥
অনুতাপে অনুদিন কাঁদি উভরায়।
ভাবি আমি কি কর্ম্ম করিনু হায় হায়॥
তুমি মম কিশোর কালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা বিভাবরী॥
বিজনে তটিনীতটে শষ্পশয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃদুবায়ে সুখে শ্রম হরি॥
তুমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি।
দেখাইতে নিসর্গের যত রূপরাশি॥
স্থলজ জলজ পুষ্প-প্রকাশ-মাধুরী।
বিধাতার তাহে কত চিকণ চাতুরী॥

তুমি চারু মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন।
অতি পুরাতন বস্তু হইত নূতন॥
দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি।
বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্যলহরী॥
এই যেন নব জবা কুসুম-সঙ্কাশ।
এই তপ্ত কাঞ্চনের প্রতিভা প্রকাশ॥
সে কাঞ্চনে তুমি দিতে অপূর্ব্ব রসান।
নিরখিয়া হইতাম আনন্দে অজ্ঞান॥
প্রদোষে পশ্চিম দিগে সিন্দূরের রাগ।
যেন সোম করে তথা অগ্নিষ্টোম যাগ॥
বিন্দু বিন্দু হিম-পাতে স্নিগ্ধ দিক্ দশ।
সোম-মুখ হতো কিবা চ্যুত সোমরস॥
উদয়ে তারকাবলী, তব সহোদরা।
শিয়রেতে বসি প্রজ্ঞা, দেবীরূপধরা॥
কহিতেন কত কথা সীমা নাহি তার।
ভ্রান্তি অপগমে মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার॥
স্তম্ভিত হইত তনু অভিভূত মন।
সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করেছে কখন॥
শেখর সাগর শোভা প্রথমে যখন।
নয়ন ভরিয়া আমি করি দরশন॥
দর দর প্রপতিত পুলকাশ্রুবারি।
সে ভাবের কণামাত্র বর্ণিতে কি পারি॥
ফিরাইতে নারিলাম যুগল নয়ন।
নিরমল নীলনিভা-নিমজ্জিত মন॥

বেলাকূলে অপরূপ শোভার সঞ্চার।
উপজিত অগণিত হীরকের হার ॥
ইন্দ্রনীল হিল্লোলেতে বিষদ ঝলকে।
অমনি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে॥
তমোময় মানুষের মানসে যেমন।
বিজ্ঞান বিমল বিভা দেয় দরশন ॥

এখন সে সব ভাব বল গো কোথায়।
ইতর ধাতুর লোভে ক্ষোভে প্রাণ যায়॥
কোথায় আছ গো দেবি দেহ দরশন।
আর আমি পাব না কি শান্তি সংমিলন ॥
কভু কভু স্বপ্নাবেশে হইয়া উদয়।
অপ্সরার বেশে মুগ্ধ কর গো হৃদয় ॥
জাগ্রতে ছায়ার প্রায় কভু দেহ দেখা।
শূন্যে জাত যথা মন্দাকিনী ফেনলেখা ॥
ধরি পায় কৃপা করি হৃদি সিংহাসনে।
বসো গো বিনোদদাত্রি লয়ে স্বীয়গণে ॥
ভাবামৃতে মুগ্ধমন কর এক বার।
রচিব পুরাণকথা সুধার ভাণ্ডার ॥
করিয়াছ মম প্রতি কৃপা বারদ্বয়।
এবারেও যেন মম লজ্জারক্ষা হয় ॥
তোমা বিনা জ্ঞান হয় সব অন্ধকূপা।
ছেড়ো না গো মম সঙ্গ থাকিতে অজপা ॥
দেহ ভাবরূপিণি গো ! লেখনীতে বল।
এইমাত্র আশা মম কর গো সফল ॥

স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অখলা।
জ্ঞানবলে বুদ্ধিবলে কর গো সবলা ॥
ছল বল কৌশলের কতই বিস্তার ।
দুরন্তের হাতে নাহি তাদের নিস্তার ॥
এইমাত্র কর, শূরসুন্দরীর মত ।
দুষ্টদল অভিসন্ধি করিয়া বিহত ॥
গৃহমেধি ফলদাত্রী হউন সকলে।
ভারতে ভাবিনী ধন্যা লোকে যেন বলে

কটক।
১লা আশ্বিন ১২৭৫ বঙ্গাব্দা।

সূচনা।

এক দিন কর্ম্মদেবীকথা সাঙ্গ পরে।
কহেন দ্বিজেন্দ্র-কবি, পথিক-প্রবরে॥
"মহারাণা লিখেছেন, শুন মহাশয়।
যাইতে উদয়পুরে যদি ইচ্ছা হয়॥
তব আগমন আর বিনোদ উদ্দেশ।
লোকমুখে হইলেন বিদিত বিশেষ॥
দেখিবে সে রাজধানী অতি মনোহর।
পেশলা নামেতে যথা রম্য সরোবর॥
গিরিকূটে উচ্চতর প্রাসাদনিকর।
চারু শ্বেত উপলেতে গ্রথিত বিস্তর॥
কি বর্ণিব ত্রিপোলিয়া শোভন তোরণ।
বাদল-মহলপুরী পরশে গগণ॥
যত্র শাহাজাঁহা খ্যাতি লভি মহাবীর।
ধরাধীশ পদপ্রাপ্ত গতে * জাঁহাগীর॥
শ্রীসূর্য্য-মহলে বার দেন মহারাণা।
বিচিত্র বিভব তথা নিরখিবে নানা॥

---

* কথিত আছে উদয়পুরে মহারাণার বাদল-মহলে আতিথ্য গ্রহণ-করণ-কালে যুবরাজ খুরুম পিতৃ-বিয়োগ সমাচার প্রাপ্ত হওনান্তে শাহাজাঁহা নাম ধারণপূর্ব্বক প্রথমাভিষিক্ত হন।

অপরূপ কেলীগৃহ জগৎমন্দির।
চারি ধারে বহে চারু সরসীর নীর॥
প্রস্ফুটিত সহস্র সহস্র শতদল।
কনকপরাগে জল বহে ঢল ঢল॥
পবন-মোদিত হয়ে তার পরিমলে।
ধীরে ধীরে ফিরে সেই বিচিত্র মহলে॥
যথা নির্ব্বাসনে ছিল আক্‌বরসুত।
মহারাণা-প্রেম-গুণে হয়ে হর্ষযুত॥
চল চল চল হে পথিক গুণাকর।
দেখিবে উদয়পুর নগর সুন্দর॥
আর তব উদ্দেশ ফলিবে বহুমত।
শুনিতে পাইবে সত্য ইতিহাস কত॥"

পথিক কহেন "যদি এই রূপ ঘটে।
অবশ্য উদয়পুরে যাবা যোগ্য বটে॥
আপনি যদ্যপি যান তবে করি গতি।
নয়ন সার্থক করি, হেরি হিন্দুপতি॥
জানিলাম এই বারে সিদ্ধ মনোরথ।
কৃতার্থ হইবে আসা এই দূরপথ॥"

এই রূপে দুই জন কথা স্থির করি।
প্রফুল্ল হৃদয়ে চলে উদয়নগরী॥
বিগত পথের শ্রম বিবিধ কথায়।
কত দিনে উপনীত হইল তথায়॥
বিহিত আদরে রাণা তুষিলা দোঁহারে।
নিত্য নিত্য নব কথা হয় দরবারে॥

রাণাকুলকাণ্ড কথা গাঁথা গ্রন্থ কত।
গ্রন্থাগারে পথিক দেখেন শত শত ॥
হেমন্তে একদা এক পত্র পাঠ পরে।
জিজ্ঞাসা করেন প্রিয় বন্ধু দ্বিজবরে ॥
"কহ কবি এ পত্রের মর্ম্ম সবিস্তার।
কেবা এই পৃথ্বী সিংহ কবি গুণাধার॥
লিখেছেন, মহারাণা প্রতাপ নিকটে।
'কাহারো নিস্তার নাই নৌরোজা সঙ্কটে ॥'
কিবা এ নৌরোজাকাণ্ড বুঝিতে না পারি।
কহ কহ অনুগ্রহে বিশেষ বিস্তারি ॥
অচিরপ্রভার প্রায় দীর্ঘ বিভাবরী।
বিগত হইবে সুখে দীপ্তি দান করি ॥"
শুনিয়ে কবীন্দ্র আরম্ভিলা ইতিহাস।
শারঙ্গে সারদা আসি হইলা প্রকাশ ॥
নাচিতে লাগিলা যত রাগিনীর সঙ্গে।
সৃজিল সুরস-রঙ্গ গানের প্রসঙ্গে ॥

শূরসুন্দরী।

প্রথম সর্গ।

ভ্রমভরা এই ভবে মানুষের মন।
কবে কোন্ ভাবে থাকে নহে নিরূপণ॥
এই শান্ত দান্ত, ক্ষান্ত ভ্রান্তির প্রলোভে।
এই পাপপঙ্কে মগ্ন, ভগ্ন চিত্ত ক্ষোভে॥
এই ঋষি বিবেকের ভক্তদাস অতি।
এই মোহমাদকে প্রমত্ত ঘোর মতি॥
এই ছিল বিদ্যারসে রসিক সুজন।
এই অবিদ্যার বশ মূর্খ অভাজন॥
এই প্রিয়া পরিণীতা বনিতার বশ।
এই পরকীয়া প্রেমে পিয়ে সুধারস॥
এই মত্ত মাতঙ্গের মত বলবান।
এই ক্ষীণ ক্ষুধাতুর কিণীর সমান॥
তড়িৎ জড়িত যথা জলদঘটায়।
শশলেখা দেয় দেখা শশীর ছটায়॥

কমলে কণ্টক যথা সাগরে লবন।
স্থান বিবেচনা যথা না করে পবন॥
সেইরূপ মানুষের গতি স্থির নয়।
এই এক রূপ, এই অন্য রূপ হয়॥
এক ক্ষণে পাপজ্ঞানে যার প্রতি রোষ।
পরক্ষণে সেই পাপে চিত্ত পরিতোষ॥
কে বুঝিতে পারে এই ভবের মরম।
কিছুই নহেক স্থির ইহার চরম॥
এ সুধায় কেন বিষ-সঞ্চার ঘটিল।
এ ক্ষীর কলস কেন কুরসে নটিল॥
বিমল হইবে কবে কেহ বা জিজ্ঞাসে।
ঘনঘটা মোহ-মেঘ হৃদয় আকাশে॥
ভেবে ভেবে পরিহার করিয়া আশ্রম।
কেহ যায় বনে, সেও ব্যর্থ পরিশ্রম॥
মনে ভাবে ত্যজিয়াছি প্রবৃত্তিসঙ্গম।
সঙ্গী সব পাপহীন স্থাবর জঙ্গম॥
কিন্তু হায় এ কথার মীমাংসা কোথায়।
বনে কেন বিবেকী পাতক-পথে ধায়॥
সুরগুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি মহাযশ।
এমন নিষ্কামী কেন কামেতে বিবশ॥

ধর্ম্ম ধ্যান ধ্বত পরাসর বীতরাগ।
মীনগন্ধ-প্রতি কেন তাঁহার সোহাগ ॥
বৃন্দা বিলোকনে কেন ধর্ম্ম ধর্ম্মহীন।
সতীশাপে কলিকালে হইলেন ক্ষীণ ॥
কামিনী-কুহকে নারদের নানা গতি।
হরিল হরিণনেত্রা হরিপদে রতি ॥
কিছুই না থাকে বোধ সম্বন্ধ-বিচার।
ভ্রাতৃপ্রেম বন্ধুপ্রেম হয় ছার খার ॥
অশ্বিনীকুমার সম এক তনু মন।
সুন্দ উপসুন্দ নামে দনুজ দুজন ॥
তন্বী তিলোত্তমা তরুণীর তন্ত্রবলে।
ভ্রাতৃভেদ গৃহচ্ছেদ বিলীন বিপলে ॥
কোথায় সুমেরুচূড়া সুবর্ণপত্তন।
রম্ভাশাপে রাবণের সবংশে নিধন ॥
কোথা গেল হস্তিনার বিপুল বিভূতি।
যাজ্ঞসেনী-রোষানল-যজ্ঞের আহুতি ॥
যত দিন মানুষের ধর্ম্মে থাকে মতি।
তত দিন সব দিগে উদিত উন্নতি ॥
অধর্ম্মে ধাইলে রতি অমনি সংহার।
ক্ষীরপূর্ণ কুম্ভে যথা অম্বলসঞ্চার ॥

ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায় যত কিছু সার।
বিনাশের হাতে আর না থাকে নিস্তার॥
যথা ফুল ফল দল পল্লব শোভন।
বনের ভূষণ তরু নয়নলোভন॥
অন্তরে লাগিলে কীট ক্রমশঃ শুখায়।
সহসা বাহিরে কিছু দেখা নাহি যায়॥
দিল্লীর দোর্দ্দণ্ড দর্প দীপ্ত দশ দিশি।
মোগলমার্ত্তণ্ডে নষ্ট নৃপনিন্দা নিশী॥
বিচার বিজ্ঞান বীজ করিয়া বিস্তার।
করিল হিতের সৃষ্টি অশেষ প্রকার॥
তৈল যথা তোয় সহ সংমিলিত নহে।
হবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে॥
ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী নকুল।
হিন্দু মুসল্মানে হেন ভাব প্রতিকূল॥
এমন বিষম বৈর করি সংহরণ।
হুমায়ুন্ বংশ যশে ভরিল ভুবন॥
কত কীর্ত্তিকলাধর কহিতে কে পারে।
বিবিধ বিবুধ রত্ন দিল্লীরূপ হারে॥
মহাকবি দহলবী আমীর প্রধান।
অদ্যাপি যাহার গান রসের নিধান॥

অদ্যাপি যাহার পুণ্য-প্রবাহ কৃপায়।
স্নান পান করি লোক দেহে প্রাণ পায়॥
গোপাল নায়ক গুণী কলিতে তুম্বুরু।
খোসরুকে মানিল বলিয়া গানগুরু॥
আর সেই দুই ভাই গুণের সাগর।
বিদ্যাব্রতে পতন করিল কলেবর॥
প্রবেশিল বারাণসী বিপ্রবেশ ধরি।
অসাধ্য সাধিল শ্রুতি স্মৃতি শিক্ষা করি॥
যথা ভীমার্জ্জুন ধরি ব্রাহ্মণের বেশ।
দুর্গম মগধ দুর্গে করিল প্রবেশ॥
আর সেই ধীর বীরবর বীরবর।
যার ঋণ শুধিতে নারিল আক্‌বর॥
যার বুদ্ধিকৌশলের যাই বলিহারি।
যবন দানবদল গর্ব্ব খর্ব্বকারী॥
হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে।
দুই দলে প্রতিপত্তি তুল্য পরিমাণে॥
দিয়ে দান হিন্দু রাজবালা দিল্লীশ্বরে।
রাজপুরে স্বদেশের বলবৃদ্ধি করে॥
জয়পুর-অধিপতি করি কন্যাদান।
দিল্লীপতি-কৃত প্রাপ্ত অতুলসম্মান॥

তাঁর সুত মানসিংহ বিক্রমে বিশাল।
বাঙ্গালায় নবাবী করিল কত কাল॥
মোগলসেনার ছিল প্রধান সেনানী।
ভগিনীর প্রসাদাৎ মান হৈল মানী॥
সেই পথে পথিক মরুর অধিকারী।
অকলঙ্ক কুলে পঙ্কপ্রদ দুরাচারী॥
কেবল মিবার-পতি প্রতাপকেশরী।
বিশুদ্ধ রাখিল কুল প্রাণপণ করি॥
মোগলের ছলে বলে না হইল বশ।
প্রকাশিল অনুপম বীরত্ব ওজস্॥
প্রাচীতে রেকান, পশ্চিমেতে তুর্কস্থান।
একচ্ছত্রা শাসন করিল সেই মান॥
যাইতে যবনদেশে মন নাহি সরে।
যবন প্রবাদ একে কুলশশধরে॥
আবার আটক পারে রাজাদেশ যেতে।
কোনরূপে আশা আর না রহিল জেতে॥
মোগলপতির চারু উপদেশ বাণী।*
লঙ্ঘিতে নারিল মান নিল মনে মানি॥

---

* আকবর শাহের আদেশানুসারে মানসিংহ আটক পার হইয়া ম্লেচ্ছদেশে যাইতে প্রথমে অস্বীকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু

কিন্তু কুলকলঙ্কেতে দুঃখী সদা মান।
জাতি নাশে হত মান, সদা ম্রিয়মাণ॥
বল বল, বুদ্ধি বল, ধন যশ বল।
কুল গেলে কেন হয় মানুষ বিকল॥
কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি-অভিমান।
ধরা পরিহরি কবে হবে অন্তর্দ্ধান॥
কবে সবে এক জাতি করিবে স্বীকার।
এক ভাবে জাতীশ্বরে দিবে নমস্কার॥
এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল।
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল॥
দাক্ষিণাত্য জয় করি মানসিংহ রায়।
উদয় উদয়পুরে জাতির আশায়॥
রাণার সহিত করি একত্রে ভোজন।
পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপণ মনন॥
প্রতাপ পাঠায়ে দেন আপন কুমারে।
মানসিংহে যথা সমাদরে আনিবারে॥

সম্রাটের নিম্নলিখিত জ্ঞানপূর্ণ বাক্যে তাঁহার আর আটক থাকিল না, যথা,

"সব হি ভূম্ গোপাল কা, ইস্ মে, অটক কঁহা।"
জিস্ কা মন্ মে অটক হৈ, "বহি অটক্ রহা॥"

রাণারে না দেখি মান ভোজন-সময়ে।
কুমারে জিজ্ঞাসা করে ম্লানমুখ হয়ে ॥
“ কহ তাত মহারাণা কেন অনাগত।
তদভাবে ভোজন না হয় সুসঙ্গত ॥”
কুমার কহেন “ পিতা অসুস্থশরীর।
আপনি বসুন ভোজে হইয়ে সুস্থির ॥”
মান কহে “ বুঝিয়াছি অসুস্থ কারণ।
কহ তাত ভবিতব্য কে করে বারণ ॥
রাণার প্রসাদ ভিন্ন এবে গতি নাই।
তিনি যদি জাতি দেন তবে জাতি পাই ॥”
শুনিয়ে সে কথা রাণা আসিয়ে নিকটে।
কহিলেন “ যা কহিলে সব সত্য বটে ॥
কিন্তু কহ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমনে।
তোমার ভগিনী গত যবনভবনে ॥
বিষ বিসর্পণে হল্যে রুধিরে বিকার।
কেমনে ধরিবে পুনঃ কান্তি আপনার ॥”
সে কথায় শুখাইল মানের বদন।
পঞ্চগ্রাস অন্ন শিরে করিয়া ধারণ ॥
তুরঙ্গে উঠিয়ে কহে সরোষ বচন।
“ আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ ॥

তনুজা অনুজাগণে দিয়ে বিসর্জ্জন।
করিয়াছি তব দেশে শান্তির স্থাপন॥
এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার।
দেখা যাবে কেমনে রাখিবা অধিকার॥
তবে জেন মম নাম মানসিংহ নয়।
যদি তব সর্ব্বনাশ অচিরে না হয়॥"
প্রতাপে প্রতাপ কন "আচ্ছা দেখা যাবে।
আহবে আমায় কভু বিমুখ না পাবে॥"
পারিষদ্ কহে এক দিয়ে টিট্‌কারী।
"সঙ্গে করি আনিও হে দিল্লী-অধিকারী॥
তব বুনায়ের বল হইবে পরীক্ষা।
দেখা যাবে সমরে কে কারে দেয় দীক্ষা॥"
ক্রোধে মান কম্পবান করিল পয়ান।
ক্ষত্রিগণ নদীজলে করে গিয়ে স্নান॥
শুচি হেতু ধৌত বস্ত্র করিল পিধান।
উৎখাতিল ভূমি যথা বস্যেছিল মান॥
সেই স্থল পবিত্র করিল গঙ্গাজলে।
ম্লেচ্ছবৎ জ্ঞানে মানে মানিল সকলে॥
শ্যালকের দুর্দ্দশা শুনিয়ে দিল্লীপতি।
একেবারে ক্রোধানলে জ্বলিতাঙ্গ অতি॥

বল দেখি ভবলীলা একি চমৎকার।
যে আক্‌বর করুণার সাগর অপার॥
যে আক্‌বর সুবিচারে ধর্ম্ম-অবতার।
যে আক্‌বর বহুবিধ জ্ঞানের আধার॥
যে আক্‌বর ভেদজ্ঞান বিহীন সুজন।
সকল জাতির প্রতি সমান দর্শন॥
সেই গুণসিন্ধু শাহ শ্যালকবচনে।
হিন্দুধর্ম্ম সংহারে প্রতিজ্ঞা করে মনে॥
না থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা।
অসতী হইবে পুণ্যভূমি পতিব্রতা॥
বড় বড় রাজপুৎ কুলকন্যা ঘরে।
বড় বড় সর্‌দার সেবা পরিচরে॥
পরিণীতা নহে শুধু শশদীয়া বালা।
নহে পীত সে সিন্ধু নিঃসৃত চারু হালা॥
নহে বশীভূত ভূপ উদয়-নন্দন।*
এই অনুতাপদাহে দহে তনু মন॥
শাস্ত্র এই, যুক্তি এই, যেই হয় বীর।
অধর্ম্মের পদে কভু না নোয়ায় শির॥

---

* রাণা প্রতাপ সিংহ।

সহস্র শত্রুতা থাক্ প্রতিযোগী সহ।
বিগ্রহ ব্যসনে সদা অধর্ম্মবিরহ॥
কিন্তু বীর আক্‌বরে সে ভাব কোথায়।
করিল কুকীর্ত্তি শেষ শ্যালার কথায়॥
সাজিল উদয়পুর দর্পচূর হেতু।
উড়িল আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রকেতু॥

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

যৌবনে যুবতী যথা পতিহীনা হয়।
সকল সম্পদ্ হত ব্যাকুল হৃদয়॥
বসন ভূষণ ভোগ রাগে বীতরাগ।
দিবা নিশি গত লয়ে ব্রত পূজা যাগ॥
সেই রূপ তরুণী যতিনী প্রায় তুমি।
প্রতাপের রাজ্যকালে ছিলে মেরুভূমি॥*
তব দুর্গ দেহে আর নাহি পূর্ব্বশোভা।
যেই শোভা শূর বীরগণ মনোলোভা॥

---

* মিবারের প্রাচীন নাম।

উদয়ের * সহ যবে যবনের রণ।
তাহে অস্তগত তব প্রতিভাতপন॥
একবার আলার প্রবল কোপানলে।
কত কীর্ত্তিকলা তব গেল রসাতলে॥
তার পর বেয়াজীদ করে আক্রমণ।
পুনঃ তাহে তোমার লাবণ্য সংহরণ॥
অনন্তর আক্‌বর সাজিয়া আসিল।
যে কিছু বা ছিল বাকী সকলি নাশিল॥
কে বলে জগদ্‌গুরু সে মোগলবরে।
কেন বা তাহার মুদ্রা লোকে সমাদরে॥
কোন রূপে নহে ক্ষান্ত অশান্ত মোগল।
শ্যালকের অপমানে হইল পাগল॥
বিশেষতঃ প্রতাপের প্রতাপ দুঃসহ।
পাঠাইয়ে দিল পুত্রে সেনাসিন্ধু সহ॥
সঙ্গেতে আইল মানসিংহ মহাবেত।
হায় ভিন্ন ধাতু প্রসবিল এক ক্ষেত॥
এই মহাবেত রাণাবংশেতে সম্ভূত।
প্রতাপের কনীয়ান্ সাগরের সুত॥

---

* রাণা প্রতাপের পিতা উদয়সিংহ।

ধনলোভে ধর্ম্মচ্যুত হৈল দিল্লীপুরে।
দ্বেষানল যথা কাশ্যপেয় সুরাসুরে॥
প্রতাপের অন্য ভাই শক্তিসিংহ নাম।
সেও স্বীয় জাতি জ্ঞাতি ভ্রাতৃ প্রতি বাম॥
মোগলের অনুগত, তারি সেবাকারী।
স্বদেশ বিরুদ্ধে অদ্য প্রহরণধারী॥
ধনহীন, উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন।
মনে কর প্রতাপের কি রূপ দুর্দ্দিন॥
কিন্তু যথা সাগর-তরঙ্গ-প্রতিঘাতে।
মহেন্দ্র অচল কভু শরীর না পাতে॥
প্রতি প্রতিঘাতে তার মূলবদ্ধ হয়।
সেরূপ সুদৃঢ়চেতা উদয়তনয়॥
এই পণ সভাস্থলে করে মহাবল।
"জননীর স্তন্য দুগ্ধ করিব উজ্জ্বল॥"
সেই পণ পালন করিল মহাশয়।
হেন কীর্ত্তি হয় নাই, হইবার নয়॥
সকল সাম্রাজ্য শুদ্ধ বিরুদ্ধ তাহার।
একেশ্বর সহিল, রাখিল অধিকার॥
কত শত শত্রুভূমি দিল ছারখারে।
কভু বনে বাস, কভু পর্ব্বত-মাঝারে॥

আহার বনের ফল, পেয় নদীজল।
সুখের শয়ন, কাননের তৃণ দল।।
বন্য পশু বন্য নর সহিত বসতি।
এরূপে পালিল দারা সুত মহামতি।।
মনে ভাবে, আমি শিলাদিত্য বংশধর।
নমস্য কে আছে মম ভুবন ভিতর।।
দূরে থাক্, যবনেরে সুতা সম্প্রদান।
প্রাণসত্ত্বে না মানিল বলিয়া প্রধান।।
অদ্যাপি প্রতাপ-নাম শ্রুত মুখে মুখে।
কীর্ত্তিকলা লেখা যত রাজপুত্র বুকে।।
কহিতে সে কথা কবি-নেত্রে বহে নীর।
সত্য সেই প্রদীপ্ত করিল মাতৃক্ষীর।।
কেবল ঠাকুর পঞ্চ প্রতাপের বল।
প্রাণপণে প্রভুসেবা, হৃদয় সরল।।
হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী-কীর্ত্তি হয় শেষ।
ভাবিয়া অস্থির কিসে রক্ষা পাবে দেশ।।
প্রভু পাশে সমরে জীবন যদি যায়।
সেও শ্রেয়ঃ মোগলদাসত্ব ঘোর দায়।।

প্রভুপত্র উচ্ছিষ্ট প্রসাদ উপাদেয়।*
অমিয় তাহার সহ নহে উপমেয়॥
হোথা শুন সমাচার সমরসমিদে।
আইল সলিম্† রৌদ্ররস-পূর্ণ হৃদে॥
আরাবলী-পর্ব্বত-পশ্চিম দিয়ে ধায়।
প্রবেশিল মেরুদেশে কালানল প্রায়॥
হল্‌দীঘাটে প্রতাপ পাতিল নিজ থানা।
অমরের সাধ্য নহে তথা দিতে হানা॥
বাইশ হাজার মাত্র সেনার যোগান।
গিরিকূটে সুসজ্জিত রাখে মতিমান॥
গিরিব্রজে রাজধানী ঘেরা অনুপম।
জরাসন্ধ দুর্গসম বিষম দুর্গম॥
কিবা উপত্যকা কিবা অধিত্যকা স্থলে।
নিবিড় কানন প্রায় শোভা সেনাদলে॥
অট্টালিকা শিখরে কি পর্ব্বত শিখরে।
কোষমুক্ত অসি, নির্ঝরের ভাতি ধরে॥

---

* মহারাণা নিজাধীন সামন্তদিগের সহিত ভোজনে উপবেশনানন্তর স্বীয় পাত্রহইতে কিয়দন্ন লইয়া তন্মধ্যে প্রধান মর্য্যাদাবান ব্যক্তির প্রতি প্রসাদ করেন, এই প্রসাদের নাম 'দুনা' বা 'দুরা।' এই সম্ভ্রম প্রাপণার্থ সামন্তগণ অতীব লোলুপ, মানসিংহ এই পত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত না হইবাতেই মিবারের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

† জাহাঁগীরের বাল্য নাম।

কৃতান্তকিঙ্কর সম দেখিতে করাল।
প্রহরণ প্রস্তর ধনুক শরজাল॥
প্রভুভক্ত অনুরক্ত ভীল নামা জাতি।
সকলের আগে ভাগে রহে থানা পাতি॥
বনেবাস সভ্যতা ভব্যতা নাহি জানে।
কিন্তু প্রভুভক্তি যোগসার জ্ঞানে মানে॥
শশদীয়া-বিপদ্-সাগর-পার-সেতু।
কত শত হত, প্রভু-পরিত্রাণ হেতু॥
হইল বিষম যুদ্ধ, কি বলিব আর।
স্বধর্ম্মপালন ব্রত, সর্ব্বব্রতসার॥
এক এক রাজপুত্র কুলের ঈশ্বর।
ক্রমে ক্রমে স্বদলে হইল অগ্রসর॥
নির্ভয় হৃদয়ে ধায় কেশরীর প্রায়।
হূহূঙ্কার হর হর শব্দ উভরায়॥
মহাবীর্য্যবান সবে মদমত্ত হিয়া।
বরিষে বরষী ভল্ল অশ্বে আরোহিয়া॥
আপন সেনায় হেরি বিক্রম বিশাল।
আনন্দরসেতে ভোর হইল ভূপাল॥
সমরতরঙ্গে ভাসে সকলের আগে।
যথা যায় শত্রুভটা ভঙ্গ দিয়ে ভাগে॥

উড়ে বৈজয়ন্তী ভানু-ভাসিত লোহিত।
বাজীরাজ চাতকের * পৃষ্ঠে আরোহিত॥
বৈর-শোধ গ্রহণার্থ ব্যাকুল অন্তরে।
কুলের কজ্জল মানসিংহে তত্ত্ব করে॥
সন্ধান না পেয়ে তার ঘন ঘন ফেরে।
সম্মুখে পাইল শাহ-সুত সলিমেরে॥
শত শত যবনেরে করিয়া সংহার।
মহাতেজে তথায় হইল আগুসার॥
যেমন দেবতা, যান ভূষণ তেমনি।
ঘন ঘন চাতক করিয়া হ্রেসাধ্বনি॥
সলিমের করিশুণ্ডে করে খুরাঘাত।
ঝলকে ঝলকে হয় রুধির সম্পাত॥
ভাগ্যবশে আয়সে হাউদা ছিল আঁটা।
তাই বাদশাহসুত নাহি গেল কাটা॥
তুরুকসোবারগণ দিয়েছিল হানা।
কদলীর বন প্রায় কাটিলেন রাণা॥
কাটা গেল মাহুত, মাতঙ্গ মাতোয়াল।
চাতকের পদাঘাতে ক্ষেপিল বিশাল॥

---

* রাণা প্রতাপের অশ্বের নাম।

পলায় আপন সেনা-শিবির-সন্ধানে।
তাহে তৈমুরের বংশ রক্ষা প্রাণে প্রাণে॥
ঘোরতর সমর হইল সেই স্থলে।
দুই দল সমতুল কেহ নাহি টলে॥
সলিমের রক্ষা হেতু যবনে যতন।
রাণা-রক্ষা-হেতু রাজপুতের পতন॥
মহামার-মদে মত্ত মেরুদেশপতি।
শরে শরে জর জর কলেবর অতি॥
খরতর করবালে বিক্ষত শরীর।
কিন্তু মনে কিঞ্চিৎ বিকল নহে বীর॥
তিলেক না ছাড়ে রাজচ্ছত্র শিরোপরে।
শক্রসেনা তার প্রতি একলক্ষ্য করে॥
সেই দিগে ধেয়ে সবে বর্ষে প্রহরণ।
প্রাবৃটের মেঘমালে তপন যেমন॥
প্রতাপে প্রতাপ বার বার তিন বার।
শক্রসেনা মথি করে আপন উদ্ধার॥
যেন ঘোর আখেটে ভীষণ সিংহবরে।
পাল পাল গৃহপাল ঘেরি শব্দ করে॥
ব্যূহভেদ করি হরি যত যায় দূরে।
ততই তাহারে বেড়ে আখেটী কুকুরে॥

সেই রূপ অবসন্ন হৈল মহোদয়।
পরিত্রাণপথ আর দৃশ্য নাহি হয়॥
হেন কালে ঝালবর দেশের ঈশ্বর।
প্রভুর উদ্ধার-হেতু হয় অগ্রসর॥
ছত্র দণ্ড নিশান অন্যথা তথা করি।
ধরাইল হেমচাঙ্গী স্বীয় শিরোপরি॥
মোহিল মোগলসেনা দেখি ছত্র দণ্ড।
সেই দিগে প্রহরণ প্রহারে প্রচণ্ড॥
সেই অবকাশে রাণা অন্য পথে যায়।
ধন্য ধন্য ঝালবরপতি মহাকায়॥
প্রভুরে বাঁচায়ে দিয়ে স্বীয়গণ সহ।
শত্রুদলে সমর করিল দুর্ব্বিসহ॥
অনন্তর আয়ুধ আঘাতে হতবল।
প্রাণ পরিহরে ঝালী সহিত স্বদল॥
অনুপম প্রভুভক্তি, দেহ দিল ডালী।
রাখিল অপূর্ব্ব কীর্ত্তি নিজ ধর্ম্ম পালি॥
কীর্ত্তিকলা পুরস্কার থাকে মাত্র শেষ।
করিলা প্রতাপ এই নিয়ম নির্দ্দেশ॥
বংশ-অনুক্রমে ঝালবরপতিগণ।
রাজচ্ছত্র দণ্ড আর নিশান শোভন॥

নিজ ধামে ধরাইবে ধরাধীশ প্রায়।
রাণার দক্ষিণে স্থান পাইবে সভায়॥
অদ্যাপি উদয়পুরে আছে এই রীতি।
ভক্তির তনয় স্নেহ কহে ধর্ম্মনীতি॥
কিন্তু বল,একের বীরত্বে কি উপায়।
মোগলের সেনা সীমাহীন সিন্ধু প্রায়॥
চারি দিগে জ্বলিয়া উঠিলে হুতাশন।
ঘটপূর্ণ জলে কভু হয় নিবারণ॥
লক্ষ লক্ষ মোগল করিল আক্রমণ।
অগণিত কামানে অনল বরিষণ॥
দল দল উটের উপরে বাঁধা তোপ।
যেই দিগে বর্ষে গোলা সেই দিগে লোপ॥
কি কহিব হল্‌দীঘাটে দুঃখের কাহিনী।
বাইশ হাজার ছিল রাণার বাহিনী॥
থাকিল হাজার অষ্ট চরম প্রহরে।
বহিল রুধিরনদী কন্দরে কন্দরে॥
প্রভুভক্তি-প্রস্রবণ-জাত তরঙ্গিণী।
যশোরূপ জাম্বুনদ-রেণু প্রসবিনী॥
শৌর্য্য সুধাময় ফল ফলে যার জলে।
যে পায় আস্বাদ সেই ধন্য ধরাতলে॥

প্রদোষে প্রতাপ পুরে করিলা প্রস্থান।
নির্ভয় চাতক-গতি পবনসমান ॥
পুরোভাগে পয়স্বিনী বহিছে ঝঙ্কারে।
এক লাফে তুরঙ্গ যাইল তার পারে ॥
অশ্বে ছুটে যুগল মোগল তার পাছে।
থমকিল তারা সেই তটিনীর কাছে ॥
প্রভু-প্রায় চাতক আহত অতিশয়।
নিকট হইল শত্রু জানিল নিশ্চয় ॥
খুরের আঘাতে শৈলে উঠিছে অনল।
জলধরে যেন ক্ষণপ্রভা ঝলমল ॥
এমন সময়ে রাণা করেন শ্রবণ।
কহিতেছে স্বদেশ ভাষায় এক জন ॥
কহে ঘন "ওহে নীল ঘোড়ার চালক।"
শুনি সম্বোধন রাণা ফিরান মস্তক ॥
দেখিলেন অশ্বারোহী আর কেহ নয়।
আপন অগ্রজ শক্তিসিংহ মহোদয় ॥
পিতা দিল অনুজেরে নিজ রাজ্যভার।*
ক্ষোভানলে স্বদেশ ত্যাজিল গুণাধার ॥

* রাণা উদয় সিংহের ভোগ্যাজাত পুত্রনিকর ব্যতীত পঞ্চ বিংশতি বিবাহিতাজাত পুত্র ছিল, মিবারদেশে জ্যেষ্ঠানুক্রমে সিংহাসন প্রাপণের নিয়ম সত্ত্বেও রাণা উদয় সিংহ তাহা ভঙ্গ করিয়া স্বীয়

ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে ধনাশা দুরাশয়।
ভ্রাতৃপ্রেম অমৃতে গরল উপজয়॥
শাহের সেবায় শক্তি তদবধি রত।
স্বদেশের প্রতিকূলে সম্প্রতি আগত॥
মোগলসেনায় থাকি করে বিলোকন।
একেশ্বর প্রতাপ করিছে পলায়ন॥
সেই ক্ষণে দ্বেষানল নির্ব্বাণ পাইল।
পুনঃ আসি ভ্রাতৃস্নেহ হৃদয় ছাইল॥
মনে ভাবে হায় ধিক্ আমি দুরাচার।
আমার স্বরূপ কেবা আছে কুলাঙ্গার॥
ভ্রাতৃভেদে বিচ্ছেদে স্বদেশ পরিহার।
পরের প্রসাদ-লোভে প্রবৃত্তি আমার॥

সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী গর্ব্ভজাত জগৎমল্লকে রাজ্যভার প্রদান করেন। অশৌচকাল মধ্যে জগৎমল্ল সিংহাসনোপবেশন করিলে শোণিত গড়ের অধিপতি আপন ভাগীনেয় প্রতাপ সিংহকে রাণা পদস্থ করণ মানসে চণ্ডাবৎ শ্রেণীর প্রধান ও মিবারের রাজমন্ত্রী কৃষ্ণ সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া জগৎমল্লের অন্যায় রাজ্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে সচিববর কহিলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি দুগ্ধপানেচ্ছা করে, তবে তাহাও প্রদান করা উচিত, ফলতঃ আমি প্রতাপের পক্ষ, এই কথা কথনানন্তর উভয় রাজন্য রাজসভায় যাইয়া জগৎমল্লকে সিংহাসনহইতে উঠাইয়া তন্নিম্ন ভাগস্থিত এক আসনে বসাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার ভ্রম হইয়াছে, সিংহাসন আপনার ভ্রাতা প্রতাপসিংহেরেই অর্হে।" মাতুল এবং মন্ত্রীর প্রসাদেই প্রতাপ সিংহাসন প্রাপ্ত। শক্তি বা শক্তা সিংহ প্রতাপের অগ্রজ বৈমাত্রেয় ছিলেন।

জন্মভূমি আর নিজ ভ্রাতৃপ্রতিকূলে।
আসিয়াছি মদে মেতে ধর্ম্মনীতি ভুলে॥
এই রূপ তিতিক্ষায় হয়ে দ্রবমনা।
সলিমে কহিল "অবধান জহাঁপনা॥
আর কারো কার্য্য নহে প্রতাপেরে ধরা।
আমি যাই, তাহারে আনিয়া দিব ত্বরা॥"
এই রূপ কৌশল করিয়া বীরবর।
যুগল যবন সহ ধাইল সত্বর॥
পথে সেই তুরুষ্ক তুরঙ্গীদ্বয়ে নাশি।
অনুজসমীপে শক্তি উত্তরিল আসি॥
দুই ভেয়ে দেখামাত্র কোথা থাকে দ্বেষ।
পরস্পর আলিঙ্গন, প্রণয় আবেশ॥
হায় হায় ভ্রাতৃভাব বুঝে উঠা ভার।
কখন কি ভাবে হয় আবির্ভাব তার॥
সদ্ভাবে শীতল যথা ঊষার তুষার।
অভাবেতে যেন কালানল অবতার॥
ধরাসনে চাতক পড়িল সেই খানে।
এক দৃষ্টে নয়ন আরোপি প্রভুপানে॥
শক্তি স্বীয় তুরঙ্গ ওঙ্কার নামধর।
অনুজেরে অর্পণ করিল বীরবর॥

যেই স্থলে চাতক ছাড়িল নিজ প্রাণ।
সেই স্থলে হৈল এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপিও চাতকের চবুতরা নামে।
প্রতিষ্ঠিত আছে সেই হল্‌দীঘাট গ্রামে॥
হাসি ভ্রাতৃপ্রতি শক্তি কহে "এ কি রীতি।
রণভূমি ত্যাগ করা কোন্‌ ক্ষত্রনীতি॥
হেন কার্য্য যেন ভাই আর নাহি হয়।
কুলের অযশ তাহে হইবে নিশ্চয়॥
যা হবার হইয়াছে শুন মহোদয়।
এখানে বিলম্ব আর সুবিহিত নয়॥"
এত বলি হত তুরঙ্গীর অশ্বে চড়ি।
সলিম সমীপে ফিরে গেল দড়বড়ি॥
কহে "জঁহাপণা পথে প্রতাপের করে।
মরিল সর্দারদ্বয় তুমুল সমরে॥
মরিল তাহার করে তুরঙ্গ আমার।
একা আমি কি করিতে পারি বল তার॥"
শুনি শাহসুত হৃদে করি অবিশ্বাস।
শক্তিসিংহ প্রতি কহে মুখে মন্দ হাস॥
"রাজপুৎ ধর্ম্ম নহে অসত্য কথন।
কেন রাণাবৎ হেন কর বিড়ম্বন॥

সত্য কথা কহ দেখি নির্ভয় হৃদয়।
বীর যেই কভু সেই ভীত নাহি হয়॥”
শুনি শক্তি কহে যথাযথ সমাচার।
“নিবেদন করি ওহে সম্রাট্‌কুমার॥
রাজ্যভারে ভারাক্রান্ত অনুজ আমার।
গুরুভারে চঞ্চল চরণযুগ তার॥
ভারাক্রান্ত ভাই যদি ভূমিশায়ী হয়।
কেমনে দেখিব আমি, কহ মহোদয়॥
ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখী নহে যেই নরাধম।
বিফল তাহার দেহ, বিফল জনম॥”
শুনি কথা সলিম কহেন তাঁর প্রতি।
“কহ বীর, কৃতঘ্নের কি হয় দুর্গতি॥
দেশ ত্যজি, ভ্রাতৃ ত্যজি, ত্যজি আত্মজন।
দিল্লীর আসনতলে লইলা শরণ॥
যে দিল আশ্রয়, কর অহিত তাহার।
কহ রাণাবৎ কোন্‌ ধর্ম্মের বিচার॥
অতএব এস্থান তোমার যোগ্য নয়।
প্রস্থান করহ যথা অভিরুচি হয়॥”
কথামাত্র শক্তিসিংহ লইল বিদায়।
স্বীয় দলে বলে চলে ভেটিতে রাণায়॥

উপহার রূপ কিছু দান সমুচিত।
কি দিব অনুজে এই চিন্তায় চিন্তিত ॥
চারি দিগে মোগল যুড়েছে অধিকার।
মিবারের পূর্ব্বরূপ নাহিক বিস্তার ॥
ভইন্স্রোর নাম দেশ করিতে উদ্ধার।
পড়িল যবনসৈন্যে অনল আকার ॥
দুই দিনে দেশোদ্ধার করি মহামার।
উদয় উদয়পুরে উদয়কুমার ॥
উদার হৃদয় রাণা পেয়ে পরিতোষ।
অগ্রজে সে দেশ দিল সহ রত্নকোষ ॥
অদ্যাপি শক্তির বংশ বিরাজিত তথা।
অমৃতের খনি রাজপুতনার কথা ॥
"খোরাসানী মূলতানী আগল" * আখ্যান।
কুলকবি করিলেন শক্তিসিংহে দান ॥
শুনি শাহ দুই ভেয়ে সুখ সংমিলন।
ক্রোধে জ্বলে যেন যুগান্তের হুতাশন ॥
রাজ্য অধিকার তত মনে নাহি লাগে।
শ্যালকের অপমান অন্তরেতে জাগে ॥

---

* এই উপাধি প্রদানের তাৎপর্য্য এই, যে দুই মুসলমান রাণা প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হন, তাঁহারা খোরাসান এবং মুলতান দেশের আমীর ছিলেন।

কবে হবে মিবারের কুলগর্ব্বনাশ।
শশদীয় সীমন্তিনী সহিত বিলাস॥
কিৰূপে হইবে ক্ষত্রকুলের কৃন্তন।
অনুক্ষণ নানা ৰূপ উপায় চিন্তন॥
দৈববশে একদা শুনিল আক্‌বর।
ভিকানের রাজভ্রাতা পৃথ্বী কবিবর॥
শক্তিসিংহ সুতা সতী বনিতা তাহার।
ৰূপে গুণে অনুপমা রমা-অবতার॥
মনে ভাবে পৃথ্বীসিংহ মম অনুগত।
দিল্লী-দরবারে কাব্যকলায় নিরত॥
আনিব অন্দরে আমি তার প্রমদারে।
দেখিব কেমনে রাণা রাখে এই বারে॥
সতী নাম ধরে সে রমণী রত্নকলা।
প্রতাপের ভ্রাতৃসুতা প্রবলা অবলা॥
প্রবলা হউক বালা, জাতিতে অবলা।
কত ক্ষণ সহিবেক পুরুষের ছলা॥
ধনের পিপাসা আর প্রভুত্বের আশা।
রমণীর ধর্ম্ম কর্ম্ম শর্ম্ম মর্ম্ম নাশা॥
প্রলোভের দাসী তারা, স্তবের কিঙ্করী।
ইথে বশীভূত নহে কে আছে সুন্দরী॥

এত ভাবি ষড়যন্ত্র ঠাহরে সম্রাট্।
অন্তঃপুরে বসাইব যুবতীর হাট ॥
দিল্লীপুরে আছে যত ধনীর গেহিনী।
কিবা মহারাজা রাজা মানস মোহিনী ॥
কিবা ওম্‌রা আমীর বণিক্ কি সৈনিক।
দরবারে নিয়োজিত যাহারা দৈনিক ॥
সকলে পাঠাবে দারা বেগম-মহলে।
নানারূপ বাণিজ্য বসিবে সেই স্থলে ॥
গোপনে ভ্রমিব তথা ছদ্মবেশ ধরি।
নিরখিব নানা নারীনিধি নেত্র ভরি ॥
অবশ্য আসিবে তথা শক্তির নন্দিনী।
লীলা কল্পলতামূলে রস নিঃস্যন্দিনী ॥
ভাঙ্গিলে রসের হাট রজনীসময়ে।
যখন যাইবে সবে আপন আলয়ে ॥
কৌশলে করিব তারে নিজ করগত।
সাধিব সকল সাধ অভিমত যত ॥
ইহা ভিন্ন কেমনে হইব চক্রেশ্বর।
এখনো ভারতে আছে এক নরবর ॥
প্রভাতের তারা প্রায় এখনো এদেশে।
আছে রাণা হিন্দুপতি জয়-অবশেষে ॥

বার বার কুটুম্বতা করণ কারণ।
তাহার নিকটে কত দূতের প্রেরণ॥
করিলাম কত বার তন্ত্র মন্ত্র নানা।
কোন রূপে বশীভূত না হইল রাণা॥
এ বার কি হবে গতি শুনিবে যখন।
বিক্রীত নৌরোজা-হাটে তনুজারতন॥
মানের থাকিবে মান নিষ্কণ্টক পথ।
এক কার্য্যে সিদ্ধ হবে সব মনোরথ॥
পরদিন দিল্লীপুরে ঘোষণা প্রকাশ।
হইবে "নৌরোজা" পর্ব্ব প্রতি মাস মাস॥
ভাগ্যধর-ভামিনীর বসিবেক হাট।
মহলে মহলে হবে নানা রূপ নাট॥
বিবিধ বিদেশী নারী বাক্য আলাপন।
তাহে হবে নবরূপ ভাষার সৃজন॥
সকল জাতির মধ্যে না থাকিবে দ্বেষ।
জানা যাবে রাজ্যের সংবাদ সবিশেষ॥
নারীমুখে কোন কথা গুপ্ত নাহি রবে।
সব কথা বাদ্‌শার সুগোচর হবে॥
শুনি দিল্লীপুরে বৃদ্ধি আনন্দ উৎসাহ।
নভূত নভাবী কীর্ত্তি করিলেন শাহ॥

কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাহি কোন ক্রমে।
স্বচ্ছন্দে সকলে যায় প্রথমে প্রথমে॥
নৌরোজা আমোদমদে মত্ত অবিরত।
এই রূপে কত কাল হইলে বিগত॥
একদা দিল্লীশ এই চিন্তা করে মনে।
হইয়াছে সুসময় সতী-আকর্ষণে॥
সতীর ভাশুর-জায়া ভিকানের রাণী।
আগে তারে কোন রূপে করতলে আনি॥
প্রগল্ভা প্রমদা সেই প্রৌঢ়া প্রৌঢ়মতি।
অনায়াসে ভিকানেরী ভিক্ষা দিবে রতি॥
পরে কনীয়সী সেই রূপসী সতীরে।
সুযোগে আনিয়ে দিবে বিলাস মন্দিরে॥
যথা গৃহপালিত মাতঙ্গ বিচক্ষণ।
প্রলোভে ভুলায়ে আনে বনের বারণ॥
যা ভাবিল তা ঘটিল রায়মল্ল*রাণী।
আক্‌বরে দেহ দিল মনে ধন্য মানি॥
নারীধর্ম্ম অমূল্য রতন বিনিময়ে।
লভিল অশেষ খনিজাত মণিচয়ে॥

---

* ভিকানের দেশাধিপতির নাম।

এক দিন সতীরে প্রলোভ দেয় ছলে।
কহে " সই এমন দেখিনি ধরাতলে॥
অপরূপ হাট বসে না যায় বর্ণন।
দেখি শোভা যদি পাই সহস্র লোচন॥
কত রূপ রঙ্গ, কত ভাষার কথায়।
নাহি মাত্র পুরুষের সম্পর্ক তথায়॥
অতি প্রিয়বাদিনী মহিষী যোধাবাই *।
ভুবনে এমন বুঝি চারুশীলা নাই॥
দিল্লীশ্বর দাস সম যাহার নিকটে।
পদানত হয় যার পেশোয়াজতটে॥
হেন রামা গুণধামা, নাহি অহঙ্কার।
সরলতা শীলতার যেমন ভাণ্ডার॥
চল চল চল সই তথা লয়ে যাই।
চক্ষু-কর্ণ-বিবাদ মিটিবে তথা ভাই॥"
জায়ের কথায় সতী পাইল বিশ্বাস।
রজনীতে বিবরণ কহে পতিপাশ॥
সাধুশীল পৃথ্বীরায় দিল অনুমতি।
গুণবতী ভার্য্যাভক্ত নহে কোন্ পতি॥

---

* মানসিংহের ভগিনী, আক্‌বরের প্রধানা মহিষী।

সতীর সতীত্ব পরীক্ষিত বারে বারে।
কার সাধ্য সতীরে অসতী করিবারে ॥
অভেদ্য অচ্ছেদ্য সেই সতীত্ব কবচ।
পাপ-অস্ত্রে সাধ্য নাই স্পর্শে তার ত্বচ্ ॥
হাসি হাসি কহে পৃথ্বী “শুন প্রিয়ে সতি।
নৌরোজার হাটে যেতে হইয়াছে মতি ॥
তোমার পসরা ভারী থেকো সাবধানে।
লুটেরায় লুটে পাছে তাই ভয় প্রাণে ॥
জানি তব পসরা অমূল্য এ সংসারে।
কেবা পারে মূল্যদানে ক্রয় করিবারে ॥
কিন্তু লুটেরার ভয়ে ভীত মহাজন।
নির্ঘাত বজ্রের প্রায় তার আক্রমণ ॥”
শুনি স্মিতমুখী সতী নতমুখে কয়।
“হাটে বাটে যে দ্রব্যের মূল্য নাহি হয় ॥
হেন দ্রব্য পুষে কেন রাখা চিরকাল।
লুটেরায় লুটে লয় সে বরং ভাল ॥”
কথা শুনি কবি ফুল্ল মানস-সরোজে।
জায়ারে বিদায় দেন যাইতে নৌরোজে ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

কিবা অপরূপ শোভা নাগরীর হাট।
নভূত নভাবী কীর্ত্তি করিল সম্রাট্॥
বিবিধ কুসুম যেন কুসুম-কাননে।
কুসুম-সময়ে হাসে প্রফুল্ল আননে॥
কোন পুষ্প প্রভায় প্রকাশে পরিপাটী।
শূন্য থেকে তারা কি আইল পুষ্পবাটী॥
কোন পুষ্প লালিত্য রসের চারুধাম।
ভানুকরে ম্লানমুখ হয় অবিশ্রাম॥
কোন পুষ্প কষিত কাঞ্চন কান্তিধর।
কারু বর্ণ যেন সুশীতল বৈশ্বানর॥
কেহ শোভে নবীন নীরদরেখা প্রায়।
কেহ বা তুষার-ছবি অমলিন কায়॥
নহে স্থির ছোট বড় রূপের বিচারে।
এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমারে॥
যার দিগে পড়ে দৃষ্টি, তারি দিগে রয়।
পালটিতে পলকেরে প্রমাদ নিশ্চয়॥
কাহার সৌরভে মন প্রাণ করে চুরি।
নয়নেরে দাস করে কাহার মাধুরী॥

এই রূপ নানা দেশজাত নানা নারী।
বসাইল মণিহারী মুনিমনোহারী ॥
কোন নারী গার্জিয়া * নাম দেশে জাতা।
জনমিয়া জানে নাই কেবা পিতা মাতা ॥
কুমার কুমারকালে পরকরগত।
বিক্রীত শরীর পণ্য পুতুলের মত ॥
ইস্তাম্বুলে ক্রয় করে যত বিলজ্জিত।
অনঙ্গ যজ্ঞের বলি স্বরূপ সজ্জিত ॥
বড় রূপে বড় মূল্য হয় ডাকাডাকী।
দক্ষিণা দীনার দানে নাহি রাখে বাকী ॥
ধিক্ ধিক্ দ্রবিণাশা দুরিত এমনি।
অপত্যের স্নেহ ছাড়ে জনক জননী ॥
ধিক্ পুষ্পশরাহত পামরনিকরে।
যুবতী জাতিরে যারা পশু-জ্ঞান করে ॥
বসিয়াছে বিলাতীয় বরাঙ্গনাগণ।
শিশির-সময়ে যথা সরোজকানন ॥
রূপ বড় বটে কিন্তু লাবণ্যবিহীন।
পিঞ্জরে কোথায় সুখী বনের হরিণ ॥

---

* জর্জিয়া দেশের পারস্য নাম।

নানা ভোগ রাগ বটে দিল্লী-অন্তঃপুরে।
কিন্তু তাহে মনের মানস নাহি পূরে॥
হীরকশৃঙ্খল পদে, হেমদণ্ডে বাস।
সারিকা তাহাতে হৃদে লভে কি উল্লাস॥
না বসিলে নয় তাই বসিয়াছে হাটে।
মনোদুঃখ আবরিয়া কাপট্য-কপাটে॥
বসিয়াছে আরাগন্ প্রদেশের নারী।
অপাঙ্গের শরে পঞ্চশর মানে হারী॥
স্বর্ণ বর্ণ চিকন চিকুর কমনীয়া।
বসিয়াছে রোমক রমণী রমণীয়া॥
আরক্ত কপোল কিবা প্রকাশে প্রভায়।
গোলাব ত্যজিয়ে অলি তার দিগে ধায়॥
বিস্ফুরিত বিপুল বিনোদ কলেবর।
যুগল মরালবর চারু পয়োধর॥
হৃদয় সুরস সরোবরে মোদমান।
লোহিত চূচুকপুট চঞ্চুর সমান॥
বসিয়াছে আর্মানী গত আর্মান।
মোগলমন্দিরে কোথা থাকে আর মান॥
মস্তকে মুকুট ধরা অমরী-আকার।
অঙ্গের আভায় হারে রত্ন অলঙ্কার॥

বসিয়াছে য়িহুদী অবলা সুপ্রবলা।
রসিকা রসনা, ছলা কলায় চঞ্চলা॥
অলকে ঝলকে হেমমুদ্রা থরে থরে।
বিজড়িত মুক্তামাল স্তনপরিসরে॥
বসিয়াছে ঈরাণী তুরাণী কত আর।
কি বর্ণিব বিশেষ বর্ণন করা ভার॥
সহস্র সহস্র নারী অপ্সরী-আকার।
দেশে দেশে বাছিয়া এনেছে সার সার॥
যথা নানা দেশীয় কুসুম বিমোহন।
শোভা করে পাদ্‌শার প্রমোদকানন॥
কিন্তু কহ কেবা নাহি জানে এই কথা।
বিদেশীয় পুষ্প নহে হাস্যমান তথা॥
কুঙ্কুম কিঞ্জল্ক কভু মালবে না হয়।
কাশ্মীরেতে দেব-পুষ্প কভু জাত নয়॥
স্থানভ্রষ্ট হল্যে আর শোভা নাহি রয়।
বিদেশের বায়ু তার আয়ু করে ক্ষয়॥
অতএব নিসর্গের বিপরীত এই।
যে করে এমন কাজ দুরাচারী সেই॥
বসিয়াছে তার কাছে মোগলমোহিনী।
কামের কামিনী কিবা চাঁদের রোহিণী॥

প্রফুল্ল দাড়িমী সম লোহিত অধর।
মাদকে ঘূর্ণিত-প্রায় আঁখি ইন্দীবর॥
সুবর্ণ ঘুঙ্গুর পদে বাজে পদে পদে।
বিষদ মেহেদী রাগ করকোকনদে॥
ঝলমল পেশোয়াজ টলমল কায়।
আতরেতে তর করে যেখানেতে যায়॥
জরীতে জড়িত বেণী বিনোদ বন্ধন।
মেঘে যেন সৌদামিনী দেয় দরশন॥
মানমদে মাতয়ালা গুমান গরবে।
হীন হেন বোধ করে অন্য নারী সবে॥
রাজ-রাজেশ্বর পতি পৃথিবী প্রধান।
মোগলের পদানত সব হিন্দুস্থান॥
যতেক আমীর পত্নী অহঙ্কারে ভোর।
অন্যদেশী অবলারা যেন সবে চোর॥
বিনোদ আরাম সেই শোভার ভাণ্ডার।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে বস্ত্রের কাণ্ডার॥
রেশমী পশমী থোপ মুকুতার ঝারা।
চন্দ্রাতপে শোভে কত সুবর্ণের তারা॥
মাধবীমণ্ডপমাঝে কোন মনোরমা।
বসিয়াছে সাজায়ে পসরা অনুপমা॥

কনকরঞ্জিত পত্রে লিপি মনোহর।
প্রেমময় কবিতা গীতিকা তর তর॥
নস্তালিক প্রভৃতি হরফ হরবীজে।
বেড়া তায় হীরক পল্লব সরসিজে॥
কোথা রত্ন-শিলাময় বহিছে ফুহারা।
উগরিছে গোলাব বাসিত বারিধারা॥
তারতলে মণিময় কমলের দলে।
নানা রঙ্গে খেলে নানারঙ্গী মীনদলে॥
সফরহইতে আনা সুবর্ণ শফর।
তার সহ খেলে মীন নীলনিভাধর॥
যেন ক্ষুদ্র মেঘমালা গগনে বিস্তার।
অস্তগত ভানুকরে শোভা চমৎকার॥
উঠিয়াছে সর্ব্ব * তরু নির্ঝরের কাছে।
তার তলে কোন রামা পসরা দিয়াছে॥
বিহঙ্গ পসরা তার পিঞ্জরে পিঞ্জরে।
পড়িতেছে কাকাতুয়া সুগভীর স্বরে॥
বএদ্ বলিছে তোতা বিনাইয়ে কত।
শুনিতেছে হীরামন শির করি নত॥

---

* ইংরাজী সাইপ্রেস বৃক্ষ।

ওম্‌রা শুনিছে যেন মৌলবীর বাণী।
বিবী সাজে লোরী আসি করে কাণাকাণি॥
জলদে জলদে বলি ডাকে কপিঞ্জল।
হোসেন্ মরিল যেন করি জল জল॥
বুল্ বুল্ হাজারা হাজার ছাড়ে তান।
একেবারে কেড়ে লয় মন আর প্রাণ॥
প্রমদে পাপীহা পাখী পিউ পিউ রটে।
বিয়োগী বিয়োগ ব্যথা বৃদ্ধি তাহে বটে॥
কুহুকুহু মুহুর্ম্মুহুঃ ডাকে পিকবর।
ললিত পঞ্চম স্বরে সরে পঞ্চশর॥
বলিছে বিবিধ বোলী মদন-সারিকা।
ঘটকের মুখে যেন মিশ্রের কারিকা॥
পুষিয়াছে পারাবত নানারূপ সাজ।
সেরাজু লোটন লক্কা মুখ্‌খী গিরবাজ॥
প্রণয়ের দূত-কার্য্যে পটু বিলক্ষণ।
চঞ্চুপুটে লিপি লয়ে করয়ে বহন॥
আর সেই বিহঙ্গ চতুর চূড়ামণি।
ইঙ্গিতে হরিয়ে আনে নায়িকার মণি॥
নিকটে দাঁড়ায়ে মেঘপ্রিয় মেঘনাদ।
পুচ্ছে যার শোভিত হাজার স্বর্ণ চাঁদ॥

আর এক নারী বসে বকুলের মূলে।
সাজাইয়ে আপন আপণ নানা ফুলে ॥
ফুলের স্তবক গুচ্ছ তোর্‌রা ভাতি ভাতি।
মল্লিকা মালতী যূথী নাগেশ্বর জাতি ॥
কামের করাত তীক্ষ্ণ কুসুম কেতকী।
কুরুবক ভূচম্পক পুন্নাগ ধাতকী ॥
কুমুদ কহ্লার আর কেশর কস্তূরা।
কামিনী স্বরূপা সেই কামিনী ভঙ্গুরা ॥
বস্‌রার গর্ব-পর্ব গোলাব সুন্দর।
পুষ্পরাজ্যে কেবা আছে তাহার সোসর ॥
মালিনীর প্রায় ধনী পুষ্পবিভূষণা।
দোনায় দোনায় ভাগা দেয় সুবদনা ॥
গাঁথিয়াছে ফুলময় হার শতেশ্বরী।
ফুলচন্দ্রহার আর ফুল-সাত-লরী ॥
ফুলময় বলয় বিজটা কর্ণফুল।
ফুলময় ভুজবন্ধ ফুলময় দুল ॥
ফুলময়ী ব্যজনী ফুলের দণ্ড তার।
ফুলময় ঝালর শোভিত চারি ধার ॥
ফুলময় আসন বসন বিভূষণ।
রচিয়াছে ফুলময় কাঁচলীকষণ ॥

কি কল করিল ফুলে কুমার সুন্দর।
এ মালিনী পারে তারে শিখাতে সুন্দর ॥
কাজ কি ফুলেতে লেখা কাব্য রসময়।
প্রতি পুষ্পে মনোভাব দেয় পরিচয় ॥
জ্বলিতেছি বহু দিন প্রণয় অনলে।
রঙ্গণ সে ভাব ব্যক্ত করে বন-স্থলে ॥
অধীরা অবলা আমি চাহি হে আশ্রয়।
চূতে আলিঙ্গন দিয়ে মাধবিকা কয় ॥
অন্তর অসার মুখে কথার করাত।
কুলটা কেতকী করে পুষ্পবন মাত ॥
অশোক অশোক ভাব প্রকাশিছে কিবা।
মধুর মধুর মাসে হাসে নিশা দিবা ॥
প্রখর প্রভাব নাহি সহে কলেবরে।
কুমুদিনী আমোদিনী হিমকর করে ॥
পর পরশনে ম্লান, সলজ্জশীলতা।
আ মরি কি ভাব ব্যক্ত করে লজ্জালতা ॥
এই রূপ প্রতি পুষ্পে প্রকৃতির লীলা।
মানুষের মনোভাব স্বভাব লিখিলা ॥
দম্পতীর প্রেমালাপ সাধন কারণ।
কত রূপ হার ধনী গাঁথিছে শোভন ॥

কেলিশৈলে সুরাগৃহে অপর তরুণী।
পসরা সাজায়ে বেচে বিবিধ বারুণী॥
সুবর্ণ সুবর্ণধরা সিরাজী মদিরা।
পানমাত্র দোলে গাত্র সুধীরা অধীরা॥
গোস্তনীর গর্ভজাতা লোহিত বরণী।
রসাইল রসদানে নিখিল ধরণী॥
চষকে চষকে চারু শোভা চমৎকার।
মোহিনীর পুনঃ কি হইল অবতার॥
অসুরের ক্ষোভ শান্তি করিবার তরে।
সুধা বুঝি জনমিল দ্রাক্ষার উদরে॥
হেন অপরূপ শক্তি কে রাখে সংসারে।
দূর করে সকল সন্তাপ একেবারে॥
দুঃখভরা ধরা-দুঃখ বিপলে বিলয়।
নন্দন-কানন সুখ অনুভূত হয়॥
বসিয়াছে তার কাছে আর এক নারী।
নানামত সুমধুর ফলের পসারী॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ করে সৌরভে আকুল।
জামীর সভায় যার নবরঙ্গ কুল॥
আর সেই চারু ফল বীজপূর নাম।
কুলপয়োধর তুল্য শোভা অভিরাম॥

এমনি প্রচুর রস ধরে কলেবরে।
সময় হইলে পরে আপনি বিদরে॥
রাখিয়াছে আর কত মত ফল মূল।
তুলে তুলে বিনিময় লয়ে বহু মূল॥
আর এক নারী বেচে গন্ধ মনোহর।
অগুরু চন্দন চূয়া কুন্দুরু কেশর॥
কালীয়ক কুঙ্কুম কর্পূর কস্তূরিকা।
মধুযষ্টি চন্দরুষ আর মধুরিকা॥
তর তর আতর অসীম শক্তি তার।
রতি তরঙ্গিনী তরণের সে আতার॥
পাঁদড়ী সন্দলী যূহী গোলাবী চামেলী।
মোতিয়ার আমোদে মদন করে কেলি॥
মজাভরা মজমুয়া মধুর রচনা।
তিলে তিলে যেন তিলোত্তমার সূচনা॥
কিছুই আপন নহে পরধনে ধনী।
অথচ শৌরভ আর গৌরবের খনি॥
বসিয়াছে বণিক বনিতা বরাননী।
সাজাইয়া বিধিমত নিধির বিপণী॥
সূর্য্যকান্ত, প্রভাকর প্রভা প্রতিযোগী।
চন্দ্রকান্ত, যারে ছুঁলে শীতল বিয়োগী॥

পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীলোপল।
মরকত, গোমেদক, হীরক উজ্জ্বল॥
বৈদুর্য্য বিখ্যাত মণি বিদর্ভে বিজাত।
পাকা বদরীর মত মুকুতা বিভাত॥
সর্ব্ব রত্ন গর্ব্ব খর্ব্ব বেগেনীর কাছে।
তার রূপ প্রতিভায়, হারি মানিয়াছে॥
পদ্মরাগ হতরাগ অধর নিকটে।
গণ্ডে হেরি প্রবালের প্রভা কি প্রকটে॥
নয়নের নীলিমায় হারে ইন্দ্রনীল।
দন্তদ্যুতি দেখি মুক্তা পরাস্ত মানিল॥
আর ধারে এক রামা নিবাস বসরা।
কৌষেয় রাঙ্কব বস্ত্রে দিয়াছে পসরা॥
মুকুতা জড়িত চোলী কাঁচলী কাফ্তান।
ঝক্মক্ তারকস্ অতি দীপ্তিমান্॥
রবি শশী ছবি আলোহিত মখমল।
চীনজাত সুচীন শাটীন নিরমল॥
বিশালা দোশালা জুব্বা জেগা জামেয়ার।
গলুবন্ধ কটীবন্ধ প্রকার প্রকার॥
চিকণের চিকণায়া চারু চন্দ্রিকায়।
নয়ন নিষ্পন্দ অন্য দিগে নাহি ধায়॥

মথন মথন করে প্রকৃতির জারি।
ধন্য ধন্য সূচিকার যাই বলিহারি॥
ধন্য কাশ্মীরের তাঁত তোমার গৌরব।
অদ্যাবধি শ্বেত শিল্পী মানে পরাভব॥
আর এক নারী বেচে কার্পাসের বাস।
বেশে দেয় পরিচয় ঢাকায় নিবাস॥
বিমল বারির স্রোত নাম আব্‌রোঁয়া।
পুরাথান বংশবিলে সুখে যায় থোয়া॥
অনুপম শব্‌নম সূক্ষ্ম অতিশয়।
নিশীর শিশিরে যাহা দৃশ্য নাহি হয়॥
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পদাম বিখচিত।
জাম্‌দান কাম্‌দান রমণী রচিত॥
মজায় বিলীন সেই বুক মজ্‌লীন।
সন্তানক কুসুম স্বরূপ অমলিন॥
শাবাশ্‌ শাবাশ্‌ তোরে ঢাকা জনপদ।
শিল্প চাতুরীতে তোর অতুল সম্পদ্॥
পরাভূত সবে বটে কৈল বাস্পকল।
কিন্তু জয়ী তব শিল্প-চাতুর্য্য, কৌশল॥
এই রূপ নানা রূপ লইয়ে পসরা।
বসিয়াছে পুষ্পবনে যত মনোহরা॥

এক ধারে যত সব রাজপুতদারা।
অমরী কিন্নরী পরী অপসরী আকারা॥
ইন্দু ভানু কৃষাণু কুলেতে অবতার।
রূপের ছটায় সত্য সাক্ষ্য দেয় তার॥
মোগলের মন্ত্রে মজি হেঁট চন্দ্রানন।
ভাতিহীন ভস্মে যথা দৃশ্য হুতাশন॥
অথবা শ্যেনের করে কপোতিকা প্রায়।
সশঙ্কিত ভীতচিত শীহরিত কায়॥
কার ভাগ্যে কোন্ দিন কি হয় ঘটনা।
অবিরত অন্তরেতে ইহাই রটনা॥
ভিকানের ভাবিনীর সতীত্ব ভঞ্জন।
চৌহান কুলেতে কালী-গঞ্জন-অঞ্জন॥
অনেকেতে জানিয়াছে সেই সমাচার।
ভয়ক্রমে আলাপন নাহি করে তার॥
নিদাঘ-নীরদ মত নাহি বরিষণ।
মৃদু রব কভু শ্রুত, নহে গরজন॥
হেনকালে ভিকানের ভাবিনী যুগল।
উদয় হইল যেন জ্যোতির মণ্ডল॥
প্রগল্ভা প্রথমা যেন প্রফুল্ল কমল।
প্রকাশিত বিস্তারিত পল্লব সকল॥

বিতরিত মকরন্দ কৃপণতাহীন।
দানে দানে ভাণ্ডার হয়েছে কিছু ক্ষীণ॥
কিন্তু যাহা আছে শেষ তার লালসায়।
কলি ত্যজি অলীকুল সেই দিগে ধায়॥
দ্বিতীয়ার রূপ সহ কি দিব তুলনা।
যৌবনের উপক্রম ললিত ললনা॥
হাটেতে বসিয়েছিল হাজারে হাজার।
সাজাইয়ে নিজ নিজ রূপের ভাণ্ডার॥
সতীর উদয়ে সবে হইল মলিনী।
দ্বিজেশ দরশে যথা প্রদোষে নলিনী॥
বিচিত্র ভাবিল রূপ করি দরশন।
নিজ নিজ রূপে ধিক্ মানে নারীগণ॥
নানাদেশী রমণীর গর্ব ছিল ভারী।
পূর্ব্বচেয়ে পশ্চিমের রূপবতী নারী॥
সে গর্ব্ব হইল খর্ব্ব সতীরে নিরখি।
কহে কোন বরাননা সম্বোধিয়া সখী॥
আহা মরি একি হেরি রূপের মহিমা।
কি দিয়ে গড়িল বিধি এ চারু প্রতিমা॥
লাবণ্য বরষি যেন যাইছে রূপসী।
যত রূপ-গর্ব্বিতার মুখে দিয়ে মসী॥

হায় এরে হেরে শাহ হইবে পাগল।
হের দেখ ম্লানমুখী মহিষীমণ্ডল॥
যখন দেখিবে যোধা এই যুবতীরে।
তখনি তাহার বক্ষঃ ফাটিবে অচিরে॥
যে জানে সন্ধান সেই করে কাণাকাণি।
বলে কি রাক্ষসী এই ভিকানের রাণী॥
অবলা অখলা এই সরলা রূপসী।
শশদীয়া সিন্ধুজাত অকলঙ্ক শশী॥
ইহারে এনেছে ছলে নৌরোজার হাটে।
পরশিরে বাজ মারি তুষিবে সম্রাটে॥
ডঙ্কিনী রঙ্কিনী এই শঙ্খিনী পামরী।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মায়াবিনী নিশাচরী॥
এই রূপ কাণাকাণি হয় নারীদলে।
হেন কালে তপন চলিল অস্তাচলে॥

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

কিবা শোভা অপরূপ হেরি দিল্লীপুরে।
নিরখি নয়নযুগ তমঃ যায় দূরে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী বিরাজে গগনে।
নরের অসাধ্য তাহা নিরখে নয়নে॥
বুঝি বিধি সেই ক্ষোভ হরণ কারণে।
ইন্দ্রসভা প্রতিকৃতি আনিল ভুবনে॥
এই হেতু পূর্ব্বে ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ নাম।
জগতে বিজয়ী পঞ্চ পাণ্ডবের ধাম॥
জগতের যত কীর্ত্তি সকলি ভঙ্গুরা।
তথাপি অদ্যাপি দৃশ্য দিল্লীর কঙ্গুরা॥
হিন্দু আর সারসেনী কীর্ত্তির প্রকাশ।
ভয়াল বিদ্রোহ-কালে না পাইল নাশ॥
গগনপরশী স্তম্ভ পাষাণে রচিত।
দেহে তার রত্নময় চিত্র বিখচিত॥
কোথা সেকেন্দর সহ দারার সমর।
বিলেখিত ইষ্টকার বিচিত্র নগর॥

কোথায় রুস্তম বীর প্রকাশে বিক্রম।
পুত্র সোহরাব সহ বিগ্রহ বিষম ॥
কোথায় তৈমুরলঙ্গ চতুরঙ্গ দলে।
অগণিত অরি-দেহোপরি দলে বলে ॥
কোথায় লিখিত রৌশনক গুণধামা।
হেন চিত্রভঙ্গী যেন কথা কহে রামা ॥
কোথায় জেলেখা যুসফের প্রেমলেখা।
কি ক্ষণে মিসরপুরে হয়েছিল দেখা ॥
কোথা লয়লার প্রেমে মজনু মগণ্।
কি লগণ্ আ মরি কি মনের লগণ্ ॥
আদিরস বীররস পৌরুষ প্রধান।
এ জগতে এই দুই সুখের আধান ॥
প্রেম ছাড়া বীর কোথা, বীর্য্য ছাড়া প্রেমী।
ধুরা ছাড়া কভু স্থির নহে চক্রনেমি ॥
প্রবেশে নিগম-পথে * দৃশ্য মনোহর।
প্রকাণ্ড পাষাণময় যুগ্ম বীরবর ॥
যুগল তুঙ্গরোপরে সমর-ভঙ্গিম।
প্রফুল্ল নয়নপদ্ম ঈষৎ রক্তিম ॥

---

* নিগম্বদ্ ইতি অপভ্রংশ।

বিনয়ে পথিক জিজ্ঞাসেন সমাচার।
" কহ দ্বিজ সেই দুই প্রতিমা কাহার॥"
শুনি বাণী কথকের লোমাঞ্চ শরীর।
কহিতে সে কথা নয়নেতে বহে নীর॥
কহে, "হে পথিক দেখ নাই কি এ দেশে।
ঘরে ঘরে লেখা সেই দুই বীর-বেশে॥
জয়মল্ল নামধর তার এক বীর।
উজ্জ্বল করিল সেই জননীর ক্ষীর॥
রাঠোর বংশীয় বীর বেদনোর-পতি।
কুলকুবলয়ে সুধাকর মহামতি॥
চিতোরের তিজোশকে* বীরত্ব তাহার।
স্বকরে ছেদিল শত্রু হাজারে হাজার॥
অন্যায় সমরে তারে মারে আক্‌বর।
আগন্তুক গোলাঘাতে হত বীরবর॥

---

* চিতোর দুর্গ বারত্রয় মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রথমতঃ আলাউদ্দীন পাঠান ভীমসিংহের সহিত যদ্ধোপস্থিত করে, তাহা মদ্বিরচিত পদ্মিনী উপাখ্যানে বিন্যস্ত আছে, দ্বিতীয়তঃ, বেয়াজীদ নামক ঘোরতর পরাক্রান্ত বীর কর্ত্তৃক তাহা আক্রান্ত হয়, এই বেয়াজীদকে ইউরোপীয়েরা বাজাজেট কহেন, তৃতীয়তঃ আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, এই তৃতীয় আক্রমণকে রাজপুতেরা 'চিতোর বা তিজোশক' কহেন।

যে বন্দুকে মরিল শূরেন্দ্র গুণধাম।
“সংগ্রাম” বলিয়ে শাহ রাখে তার নাম॥
নিজ গ্রন্থে গুণ তার গায় বারে বারে।
প্রতিমূর্ত্তি আরোপিল দিল্লীপুরদ্বারে॥
দ্বিতীয় প্রতাপ নামা, চণ্ডবংশ জাত।
জগবৎ শ্রেণীর ঠাকুর সুবিখ্যাত॥
ষোড়শ বর্ষীয় শিশু সিংহের সোসর।
চিতোর দুর্গের দ্বারে ত্যজে কলেবর॥
কতিপয় দিন পূর্ব্বে জনক তাহার।
রণক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধে পাইলে সংহার॥
জননী কুমার প্রতি করিল আদেশ।
পিতৃবৈর শোধে ধর অরুণিত * বেশ॥
পুত্রে পাঠাইয়ে সেই বীরপ্রসবিনী।
কুঙ্কুম রঞ্জিত বর্ম্ম পরিল ভাবিনী॥
সাজাইল বধূরে বিবিধ প্রহরণে।
সহচরী দলে বলে প্রবেশিল রণে॥
প্রাণপ্রিয়তমা আর আপন জননী।
সমর-তরঙ্গে দেহ ঢালিল যখনি॥

---

* রাজপুৎদিগের যুদ্ধবাস লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত।

জীবনের আশা ছাড়ি প্রতাপ তখন।
মোগল সহিত আরম্ভিল ঘোর রণ।।
সেই সেনা মত্ত মাতঙ্গিনীর সমান।
চালাইল শিশু বীর ধীমান্ শ্রীমান্।।
স্বপুরে হইল হত রাণার কল্যাণে।
অদ্যাপি তাহার গুণ গীত নানা গানে।।
সেই দুই বীরেন্দ্রের প্রতিমা ভীষণ।
অদ্যাপি দিল্লীর দ্বারে আছে সুশোভন।।
বীরের সম্মান জানে বীর যেই জন।
আক্‌বরে ছিল এই উদার লক্ষণ।।"
রবি শশী উপহাসে সিংহদ্বারচূড়া।
অদ্যাপি নহিল কাল-দশনেতে গুঁড়া।।
কিছার রাবণপুরী দিল্লী-তুলনায়।
প্রবেশিতে কেঁপে যায় কৃতান্তের কায়।।
কত কাণ্ড কি বর্ণিব ব্যর্থ আকুঞ্চন।
কত দেশে কত কবি করিল বর্ণন।।
তিন ধারে সুগভীর পরিখানিচয়।
কলিন্দ-নন্দিনী রঙ্গে এক ধারে বয়।।
লোহিত উপলে বপ্রব্যূহ বিরচিত।
স্থানে স্থানে পুঞ্জ পুঞ্জ কুঞ্জ সুশোভিত।।

নৌরোজার দিনে ঘোর ঘটা আড়ম্বর।
দেবানী-আমেতে * বার দিলা আক্‌বর ॥
কিবা সেই সিংহাসন মণি-বিরচন।
অলক্ষিত বাসব বিরিঞ্চি বিরোচন ॥
কুবেরের ধনে তার মূল্য নাহি হয়।
মহেন্দ্র স্বরূপ শাহ তাহাতে উদয় ॥
প্রসন্ন প্রসরতর উন্নত ললাট।
যেন তাহে লেখা পাঠ ধরা-রাজ্য-পাট ॥
হোমাপুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ কিরীটে কলিত।
মুখে তার বিন্দু বিন্দু হীরক ফলিত ॥
ললিত লুলিত লোল পবন হিল্লোলে।
বারি-বিন্দু দোলে যেন তুষারের কোলে ॥
বসিয়াছে ওম্‌রা আমীর মীরগণ।
রাজা মহারাজা বড় বড় মহাজন ॥
সুকবি সুধীর বক্তা পণ্ডিত গায়ক।
মিয়া-তান-সেন আদি বিবিধ নায়ক ॥
কোথায় সঙ্গীত বাদ্য সুরস লহরী।
জনগণ মন প্রাণ জ্ঞান লয় হরি ॥

---

* শাহজঁহার নির্ম্মিত দেবানী আম স্বতন্ত্র। আক্‌বরের সময়েতেও উক্ত নামধেয় প্রাসাদ ছিল।

কোথায় তর্কের সিন্ধু তরঙ্গিত হয়।
ন্যায়েতে অন্যায় ঘটে, বিতণ্ডার জয়॥
খ্রীষ্টিয়ানী হিন্দুয়ানী মুসল্মানী লয়ে।
মিছে বাদ বিবাদ সময় যায় বয়ে॥
বালকের দ্বন্দ্ব মত নাহি আগা গোড়া।
জ্ঞানী হাসে বলে ধর্ম্মনাশে যত গোঁড়া॥
এক দিগে মল্লযুদ্ধ মহা মালসাট্।
আর দিগে হইতেছে ভেড়ুয়ার নাট॥
আর দিগে মাতঙ্গে মাতঙ্গে ঠেলাঠেলী।
আর দিগে রণসজ্জা চমূচয় মেলি॥
আর দিগে তুরঙ্গে তুরঙ্গী শোভমান।
দেখাইছে হয়শিক্ষা বিবিধ বিধান॥
এত যে কৌতুক কাণ্ড একের কারণ।
কিন্তু তার অন্তরেতে জ্বলে হুতাশন॥
কিছুতে না হয় স্থির, মানস অস্থির।
বুঝিতে না পারে ভাব খোস্রু আমীর॥
পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে সুশোভন।
সেই দিগে আরোপিত শাহের নয়ন॥
উচাটন অনুক্ষণ ঘন ঘন চায়।
ক্ষণ বোধ হয় যেন যুগান্তের প্রায়॥

ভানু যায় অস্তগিরি, প্রদোষ আগত।
বহে ধীর বায়ু বিরহীর শ্বাসমত॥
বিরহীবাসনা সম শশধর-রেখা।
প্রাচী-শিরে অচিরে আসিয়ে দিল দেখা॥
হেনকালে উদ্ঘাটিত হইল সে দ্বার।
বাহির হইল আসি খোজার সর্দার॥
পরিণত জম্বু প্রায় অসিত বরণ।
দীঘল ব্যাদান বক্তু, দীঘল চরণ॥
শালূক সমান শ্বেত নয়নযুগল।
হনুমত মত সমুন্নত গণ্ডস্থল॥
মেষলোম সম কেশ কুটিল বিশেষ।
ওষ্ঠাধরে যুগল কদলী সমাবেশ॥
কটমট বিকট দশন পরকাশ।
হিয়া কাঁপে হেরি সেই হব্‌শীর হাস॥
ইঙ্গিত করিল খোজা থাকিয়া অন্তরে।
দরবার ভাঙ্গি শাহ চলিল অন্দরে॥
গুপ্ত গৃহে কহে খোজা "শুন জঁহাপনা।
আসিয়াছে পুরী মাঝে সতী সুবদনা॥
সেরূপ স্বরূপ কথা কি কহিব আমি।
হেন নারী দেখ নাই হে ধরণীস্বামি॥

ক্লীব আমি নিরখি মোহিত মন মম।
সে রূপেতে মুগ্ধ হয় স্থাবর জঙ্গম॥
তার সমতুল নাই তোমার আগারে।
চল জহাঁপনা ত্বরা হেরিতে তাহারে॥”
কি বেশে যাইব তথা ভাবে দিল্লীপতি।
কোন রূপে সংশয় না করে মনে সতী॥
সাত পাঁচ চিন্তা করি ধরে যোগীবেশ।
পরিহরে রাজবেশ ভূষণ নরেশ॥
শিরে ধরে জটাভার ধরণীচুম্বিত।
পরিহিত মৃগচর্ম্ম আজানুলম্বিত॥
ভস্ম বিভূষিত কায় তুষার বরণ।
প্রচুর রুদ্রাক্ষমালা কণ্ঠে আভরণ॥
ললাটে ত্রিশূল চিহ্ন লোহিত চন্দনে।
মুখে ধ্রুবপদ গীত ত্র্যম্বক বন্দনে॥
করেতে ত্রিতন্ত্রী বীণা বিনোদ ঝঙ্কার।
নানা সন্ধ্যা রাগিণীর হয় অবতার॥
অপরূপ ছদ্মবেশ বলিহারি যাই।
সাজিল মোগল ভাল গুণের গোঁসাই॥
কে বলিতে পারে তারে যবনাধিপতি।
মহেশ স্বরূপ মনোহর সে মূরতি॥

দেবানী-খাসেতে শাহ যায় ধীরে ধীরে।
মুখে শিব রব, হৃদে ধিয়ায় সতীরে॥
হোথা শুন সমাচার, প্রধানা মহিষী।
রূপে গুণে যোধা বাঈ কমলাসদৃশী॥
পিতা ভ্রাতা ধনলোভে মোগলে অর্পিতা।
কিন্তু রাজপুত্র-কুল-দর্পেতে দর্পিতা॥
বিবিধ সন্ধানে জানি শাহের ছলনা।
সতীর সতীত্ব রক্ষা চিন্তিল ললনা॥
বড় বড় ক্ষত্রিসুতা দিল্লীশ্বরে ডালী।
কোন রূপে রাণাকুলে নাহি পড়ে কালী॥
বিশেষে রমণী-মনে অভিমান রাজা।
রূপগর্ব্ব সিন্দূরেতে মন মণি মাজা॥
মনে ভাবে সতী পেয়ে মত্ত হবে শাহ।
তার প্রতি ধাইবেক প্রণয়প্রবাহ॥
আমার প্রভুত্ব আর থাকা হবে ভার।
জাতি দিয়ে লাভ মাত্র কুলের খাকার॥
এই বেলা করি তার উপায় চিন্তন।
বিষ বল্লী অঙ্কুরে উচিত নিকৃন্তন॥
শুনিতে পাইল শাহ যোগীবেশ ধরে।
আপনি যোগিনী বেশ পরিধান করে॥

পরিহরি পেশোয়াজ, রক্তপট্ট শাটী।
পরিল প্রমদা, তাহে শোভা পরিপাটী॥
ত্যজি মৃগমদ-মিশ্র-অগুরু চন্দন।
মুখেতে ধরিল ধনী বিভূতি ভূষণ॥
আলুয়িল চারুবেণী, লোটাইল ধরা।
মণিময় অলঙ্কার ত্যজে মনোহরা॥
এক কর কমলেতে ত্রিশূল বিরাজে।
অন্য করে জপমালা অপরূপ সাজে॥
সহচরীগণ ধরে সেই রূপ বেশ।
দেবানী-খাসেতে আসি করিল প্রবেশ॥
দেখে শাহ বসিয়াছে এক তরুতলে।
ঘেরি তারে দাঁড়ায়েছে নারী দলে দলে॥
কোন রামা দেখাইছে আপনার কর।
কর ধরি ভূত ভাবী কহে যোগীবর॥
কারে বলে অচিরে হইবে পুত্রবতী।
কারে বলে প্রবাসে রয়েছে তব পতি॥
ত্বরায় আসিতে পারে যদি ইচ্ছা করে।
কিন্তু পড়িয়াছে বাঁধা, পরকীয়াকরে॥
কারে বলে পতির সোহাগ তুমি চাহ।
পরে হরে তব ধন, তাহে অঙ্গ-দাহ॥

পতিরে ফিরাতে যদি থাকে প্রয়োজন।
সন্ন্যাসীরে দেহ কিছু পূজা-আয়োজন॥
দিল্লীতে অধিক কাল আমি না রহিব।
আমার কুটীরে যেও ঔষধ কহিব॥
কারে কহে তোমার সতীনে বড় রোষ।
কিন্তু যদি কথা শুন, খণ্ডিবেক দোষ॥
নিত্য নব নব বেশ করিয়া ধারণ।
করিবে প্রদোষে ছাদে চরণ চারণ॥
সে ভাব দেখিয়া যদি কান্ত কাছে আসে।
দ্বাররোধ তখনি করিবে নিজবাসে॥
জনমিয়া দিবা দ্বৈধী তাহার অন্তরে।
দেখিবে ক দিন আর অবহেলা করে॥
নিকটে আইলে মুখে মানাম্বর ঢাকি।
না করিও ত্বরা তার সহ তাকাতাকি॥
হইলে বিহিত নম্র রোদন করিয়া।
আদায় লইবা বাকী শ্রবণে ধরিয়া॥
এই রূপ নানা রূপ গণন গাথন।
হাস্য পরিহাসে রত যত নারীগণ॥
দূরেতে দাঁড়ায়ে সতী দেখেন কৌতুক।
ব্রীড়ানম্রমুখী প্রাণ করে ধুক ধুক॥

জায়ে কন "চল দিদি গৃহে ফিরে যাই।
এখানে বিলম্বে আর কোন কার্য্য নাই ॥
বল্যেছিলে পুরুষ-নিষিদ্ধ এই স্থান।
তবে কেন এ সন্ন্যাসী হেরি বিদ্যমান ॥
না জানি সন্ন্যাসী এই হয় কোন্ জন।
চল দিদি এখানে নাহিক প্রয়োজন ॥"
প্রথমা কহিছে "সতি কারে ভয় কর।
সংসারবিরাগী এই মহা যোগীশ্বর ॥
দেখ, যোগী-দেহ পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোময়।
তুমি মুগ্ধা হেন সন্ন্যাসীরে কর ভয় ॥
এই দেখ যাই আমি দেখাইতে কর।
এস্যো সঙ্গে কিছুই কর্য্যো না মনে ডর ॥"
এত বলি হাত ধরি করে টানাটানি।
হইল দ্বিগুণ রাঙ্গা সতী-পদ্মপাণী ॥
অশ্রুমুখী হয়ে সতী রোষে কন বাণী।
"কি দুঃখে ফেলিলে দিদি এখানেতে আনি ॥
হাসাইতে চাহ না কি রমণীসমাজ।
'হায় আমি মাটী খেয়ে' করিনু কি কাজ ॥
কেন মজিলাম আমি তব প্রলোভনে।
কি কবে দেবর তব এ কথা শ্রবণে ॥

বিনয়েতে ধরি দুটী তোমার চরণে।
চল চল চল দিদি যাই নিকেতনে॥”
এমন সময়ে তথা আইল যোগিনী।
দেখে দ্বন্দ্বপরায়ণা দুই সীমন্তিনী॥
“কহে এ আনন্দধামে কি হেতু বিবাদ।
শুনিলে দিল্লীর নাথ ঘটিবে প্রমাদ॥”
বিবরণ শুনি পরে কহিছে বচন।
“অনিচ্ছায় প্রবৃত্তি প্রদান অশোভন॥
বিশেষতঃ জানি আমি শুন সুবদনি।
এই যোগীবর হয় ভণ্ডচূড়ামণি॥
কেমনে আইল হেথা বুঝিতে না পারি।
প্রমোদা-প্রমোদবনে কেন বামাচারী॥”
শুনি কথা সন্ন্যাসী উঠিল রোষভরে।
আরামের অন্য দিগে চলিল সত্বরে॥
যায় যথা মধুরিকা বোচতেছে সুরা।
বিনায়ে বীণায় গায় গীতিকা মধুরা॥

গীত।

কালৎড়া।

দেখ কমলিনী কলী প্রভাতে উদয়।
নব বধূ সম কিবা লালিত্য-নিলয়॥
অৰ্দ্ধ বিকসিত মুখ,
নয়নে বিতরে সুখ,
অস্ফুট কারণে দুঃখ
ভাবে অলিচয়।—(১)
রাখে রূপ আবরণে,
তাহে ক্ষোভ পেয়ে মনে,
ফিরে যায় অলিগণে
ব্যাকুল হৃদয়॥—(২)
পর দিন দেখে আসি,
নলিনী হয়েছে বাসী,
যামিনী গিয়েছে নাশি
রূপ রসময়।—(৩)
অতএব বাক্য ধর,
কেন বৃথা কাল হর,
যৌবন সফল কর,
থাকিতে সময়॥—(৪)

গীত শুনি হাসে যত সুরত-রঙ্গিণী।
অরুণ উদয়ে যথা সুর-তরঙ্গিণী ॥
হেসে কহে কোন ধনী “ভাল দেখি যোগী।
গীতে দেয় পরিচয়, প্রকৃত সম্ভোগী ॥
প্রণয় বিয়োগে বুঝি যোগে দিলা মন।
কহ হে নবীন যোগী শুনি বিবরণ ॥”
উত্তরে সন্ন্যাসী ধরে দ্বিতীয় সঙ্গীত।
মোহিনীমণ্ডল মহা পাইল পীরিত ॥

গীত।

বাহার।

প্রেম-যোগে আছি নিরন্তর।
ধ্যানে ধরি সদা প্রিয়া-মুখ-সুধাকর ॥
সে মুখ সুধার স্থান,
তাহে সোমরস পান,
করিয়া পবিত্র কবে হবে কলেবর ॥—(১)
তার পদ রজঃ অঙ্গে,
মাখিব পরম রঙ্গে,
এমন বিভূতি কোথা ভুবন ভিতর ॥—(২)

বিনোদ কবরীজাল,
হবে মম মৃগ ছাল,
মনোহর কমণ্ডলু হৃদয় উপর ।।—(৩)
হৃদি কুণ্ডে স্নেহ হবি,
প্রণয় অনল ছবী,
করি হে সোহাগ যাগ যামিনী বাসর ।।—(৪)

হেন কালে তথায় যোগিনী উপনীত।
নিরখি অমনি যোগী সমাপিল গীত ।।
কহিছে যোগিনী রোষে "রে রে ভণ্ড যতি।
ভাল ভাল এই বটে যোগী যোগ্য রতি ।।
যেমন দুর্ম্মতি তব সেরূপ দুর্গতি।
পূর্ব্ব জন্মকথা* মনে কর দুষ্টমতি ।।
জাতিস্মর বলিয়া করহ অহঙ্কার।
চিন্তা নাহি হয় কিসে পাইবে নিস্তার ।।"

---

* অপ্রকাশ নহে এতদ্দেশে এরূপ প্রবাদ আছে, আক্‌বর শাহ পূর্ব্বজন্মে এক ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন, কর্ম্মদোষে শাপভ্রষ্ট হইয়া যবন-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অপর আক্‌বর শাহ জাতিস্মর ছিলেন; বোধ হয়, সুচতুর আক্‌বর এই রূপ প্রবাদ প্রচারদ্বারা স্বীয় হিন্দু প্রজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।

কথা শুনি সন্ন্যাসী চলিয়া গেল দূরে।
অন্য পথে যোগিনী প্রবেশে অন্তঃপুরে ॥
হেতা সতী সীমন্তিনী কিছু কাল পরে।
প্রথমারে না হেরিয়া কাতর অন্তরে ॥
শুখাইল মুখশশী ভাবে মনে মনে।
পরিহরি গেল দিদী আমার গঞ্জনে ॥
আর বার ভাবে বুঝি লুকাইয়া আছে।
অভাগীর রঙ্গ দেখে দাঁড়াইয়া কাছে ॥
যারে হেরে সম্মুখেতে জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখেছ কি ভিকানের রাজপ্রমদারে ॥
কেহ বলে সে কেমন না দেখি কখন।
কেহ বলে উপবনে কর অন্বেষণ ॥
কেহ নিরুত্তরে যায় মৃদু হাস্যাধরে।
কেহ বা অন্তরে অতি পরিতাপ করে ॥
ব্যাকুল হইয়া বালা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কভু কুঞ্জে কুঞ্জে তার অন্বেষণ করে ॥
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু ললাটে উদয়।
সিন্দূর চন্দন বিন্দু পরিভ্রষ্ট হয় ॥
গলিত নয়নজলে দলিত অঞ্জন।
কপোল-কমলে যেন দ্বিরেফ রঞ্জন ॥

'আকুল হইয়ে বসে বকুলের তলে।'
ঘন ঘন বহে শ্বাস প্রতি পলে পলে ।।
যেন কীরাতের জালে কপোত মহিলা।
মুক্তি-লাভে বহুক্ষণ হয়ে যত্নশীলা ।।
পরিশেষ শ্রান্ত দেহে পড়ি এক ধারে।
মুহুর্মুহুঃ শ্বাস ত্যজে নারে উড়িবারে ।।
তরুতলে বসি এই স্থির করে সতী।
যে পথে এসেছি সেই পথে করি গতি ।।
শুনিয়াছি কাত্যায়নী অগতির গতি।
অবশ্য আমারে রক্ষা করিবেন সতী ।।
এত ভাবি পূর্ব্বপথে করিল গমন।
প্রবেশে পুরীর মধ্যে সচকিত মন ।।
দেখে রত্ন স্ফটিকের কত দীপাধার।
নানা রঙ্গে তাহে গাঁথা প্রভাপুষ্পহার ।।
হেম-পাত্রে স্বাহানাথ ঈষৎ উদয়।
ধূপচূর্ণ চারুগন্ধ বহে গৃহময় ।।
জ্বলিছে ভিত্তির গাত্রে প্রকাণ্ড মুকুর।
মন্দাকিনী যথা দীপ্ত করে সুরপুর ।।
এই রূপ নানা সজ্জা নিরখে নয়নে।
কিন্তু জন প্রাণী নাই সেই নিকেতনে ।।

দূরে দূরে মধুর বীণার ধ্বনি হয়।
কোথায় সারঙ্গ-তানে সুধা বরিষয়॥
কোথায় মুরলীস্বরে মন করে চুরী।
সতী ভাবে মায়ার রচনা এই পুরী॥

মুরলীর গীত।—১

ঝিঁঝোঁটী।

কেন মত্ত হলি রে এমন।
হেন মদ কোথা পান করিলি রে মন॥
সুধার ভাণ্ডার যার সুচারু বদন,
সে ত নাহি করে তোরে বিন্দু বিতরণ,
জ্ঞান হারাইলে তুমি, করি দরশন॥—(১)
দরশন করি সুধা হল্যে অচেতন,
না জানি করিলে পান কি হবে তখন,
অবোধ না হেরি আর তোমার মতন॥—(২)

রব শুনে ভাবে সতী এই দিগে যাই।
দেবীর দয়ায় যদি সদুপায় পাই॥
এত ভাবি সেই দিগে করিল পয়ান।
অমনি স্থগিত তথা মুরলীর গান॥

অন্য দিগে বাজিতে লাগিল মৃদু স্বরে।
শুনিয়ে শঙ্কায় সতী-শরীর শীহরে ॥

মুরলীর গীত।—২

বাহার।

যৌবন মাদকে তব ঘূর্ণিত নয়ন।
নিকটে অধীন, নাহি কর দরশন ॥
মিলন শীতল বারি,
এ মাদকে হিতকারী,
পান কর প্রমোদিনি, ধরহ বচন ॥—১
মত্ততা হইবে গত,
পথ পাবে মনো মত,
সুস্থির হইবে তব সুচঞ্চল মন ॥—২

সঙ্গীতের ভাব শুনি ভয়ার্ত্ত ভাবিনী।
ভাবে কোথা অভাবে সম্ভাব সম্ভাবিনী ॥
নাহি পায় পথ ধনী যেই দিগে যায়।
কপালে কঙ্কণ মারে করে হায় হায় ॥
রাবণের ঘোর-চক্র স্বরূপ ভবন।
যত ঘোরে তত ঘোরে পড়ে ভ্রান্ত জন ॥

কুটিলা তটিনী যথা বাঁকে বাঁকে বয়।
দণ্ডেকের পথ দিনে সাঙ্গ নাহি হয়॥
পথিক ভাবনা করে আইলাম দূরে।
শেষে দেখে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়াছে ঘূরে॥
সেই রূপ পথ সতী সন্ধান না পায়।
সেই দ্বার মুক্ত, যেই দিগে ধনী যায়॥
রজত রচিত দ্বার শোভে শত শত।
কাঞ্চন কবজে ঝুলে সুবিচিত্র কত॥
হুতাসে হতাশ হয়ে পড়িল বসিয়া।
বিনোদ কবরী-ভার গিয়াছে খসিয়া॥
তৃষায় তাপিত কণ্ঠ নাহি সরে রব।
মৃদু স্বরে আরম্ভিল কুলদেবীস্তব॥

স্তোত্র।

রাগ ভৈরব।

ভব-চিত-অলি পদ্মিনি!
ভকত-হৃদয় সদ্মিনি!
ভব-ভয়-চয় হারিণি!
জনম-জলধি তারিণি!

সুর দল-বল ঋপিকে!
সব শুভ শিব কৃপিকে!
হিম গিরিবর নন্দিনি!
হরি হর বিধি বন্দিনি!
যুকতি মুকতি ধায়িনি!
স্মর-হর হৃদি শায়িনি!
দুরিত দনুজ দামিনি!
কুলপতি কুল-কামিনি!
পশুপতি অনুগামিনি!
ভুবন-ভরণ ভামিনি!
নরক-নিগড় মোচনি!
শতদল দল লোচনি!
ত্রিপুর মথন মোহিনি!
ত্রিপুর হৃদয় রোহিণি!
মহিষ মদ বিমর্দ্দিনি!
অগণিত গজ নর্দ্দিনি!
মুহি তুহি পদ কিঙ্করী!
জয় জয় জয় শঙ্করি!
যবন ভবন অন্তরে!
মরি মরি ডরি অন্তরে!

তনুরুহ ঘন শীহরে!
ভয়-চয় সব ধী হরে!
প্রণত চরণ সেবিকে!
বিতর শরণ দেবিকে!

প্রসীদ সিদ্ধ ঈশ্বরি!
প্রভাত ভানু ভাস্বরি!
মহেন্দ্র নাথ সুন্দরি!
ধরাধরা ধুরন্ধরি!
নিশুম্ভ শুম্ভ ঘাতিনি!
প্রচণ্ড চণ্ড পাতিনি!
প্রশান্ত দান্ত পালিনি!
প্রসীদ মুণ্ড মালিনি!
শশাঙ্ক খণ্ড ভালিনি!
সুধা সমস্ত শালিনি!
কৃতান্ত যন্ত্র খণ্ডিকে!
কৃপাণু দেহি চণ্ডিকে!
প্রলম্ব হার লম্বিকে!
প্রসীদ মাতরম্বিকে!

দুরন্ত দুঃখ ত্রাহি মে।
উপায় শীঘ্র দেহি মে॥
এই রূপে এক মনে করে নতি স্তুতি।
প্রসন্না হইলা তাহে দেবী শিবদূতী॥
পার্শ্বগৃহে নরাঙ্কিত হয় দৈববাণী।
মাভৈ মাভৈ রবে ভৈরবী ভবানী॥
কহিছেন স্নেহ ভরে "শুন কন্যে সতি।
তোর অমঙ্গল করে কাহার শকতি॥
সতীত্ব কবচে তোর আবৃত শরীর।
প্রকাশে প্রভাব যেন মধ্যাহ্ন মিহির॥
কার সাধ্য অতিচার করিতে তাহার।
কোন্ তুচ্ছ আক্‌বর যবনকুমার॥
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর।
এই লহ তরবারী প্রসাদ আমার॥
হৃদয়ে গোপনে রাখি করহ গমন।
সাহসে নির্ভর সতি, দৃঢ় কর মন॥"
শুনিয়া স্তম্ভিত চিত কিছু ক্ষণ সতী।
উদ্দেশে চণ্ডিকাপদে করিল প্রণতি॥
দেখে জালনায় এক সুতীক্ষ্ণ ভুজালী।
হৃদয়ে রাখিল মুখে বলি জয় কালী॥

কদম্বকুসুম প্রায় লোমাঞ্চিত কায়।
চকিত স্থগিত নেত্রে এই মনে ভায়॥
" যে স্বরে ভবানী-বাণী শুনিলাম কাণে।
যেন তাহা শুনিয়াছি আর কোন খানে॥"
অনেক চিন্তিয়া সতী করিল নিশ্চয়।
"যোগিনীর স্বর প্রায় অনুভূত হয়॥
বুঝিলাম কালিকার করুণা এখন।
আমারে রাখিতে দেবী দিলা দরশন॥
যোগীর নিকটে যেতে করিলেন মানা।
নিবারিলা প্রথমার প্রলোভন নানা॥
বুঝিতে না পারি কিছু অভিসন্ধি তার।
প্রবৃত্তি প্রবন্ধ কত দিল বার বার॥
এখন আমায় ত্যজি অদৃশ্য হইল।
সভা-ভঙ্গে কেন মোরে সঙ্গে না লইল॥
দেখেছি ক দিন আসে এই নৌরোজায়।
নানা রত্ন অলঙ্কারে গৃহে ফিরে যায়॥
কোথায় পাইল সেই সকল রতন।
কেন হেন কেমন কেমন করে মন॥"
ভাবিতে ভাবিতে বালা যায় দ্রুতগতি।
সহসা ভেটিল তথা আসি দিল্লীপতি॥

রাজপরিচ্ছদধর মনোহর বেশ।
রূপেতে করিল আলো প্রাঙ্গণ-প্রদেশ॥
কোহীনুর রত্ন ভেট দিয়ে সতীপদে।
জানু পাতি কহে যুক্ত কর-কোকনদে॥
"শুন রাজকন্যে মহীধন্যে বরাননি।
তব রূপ গুণ যশে ভরিল ধরণী॥
নয়ন-শ্রবণ-বাদ-ভঞ্জন-কারণ।
করিলাম যজ্ঞরূপ নৌরোজা সৃজন॥
তব অধিষ্ঠানে পূর্ণ হল্যা সেই যাগ।
লহ এই কোহীনুর তব যজ্ঞভাগ॥
তোমার অযোগ্য এই খনিজাত মণি।
হৃদয়ে দ্বিতীয় ভেট আছে সুবদনি॥
যদি তুমি অনুমতি দেহ অকিঞ্চনে।
বুক চিরে সেই মণি দেই শ্রীচরণে॥
রাঙ্গাপায় বিকায়েছি প্রাণ আর দেহ।
প্রসন্না হইয়ে দীনে কৃপাদৃষ্টি দেহ॥"
যেন কোন পথিক পতিত ঘোর বনে।
পথ হারা দিক্ হারা ভ্রমে ভ্রান্ত মনে॥
অকস্মাৎ করে দৃষ্টি নির্গম সময়।
ভীষণ শার্দ্দূল আসি সম্মুখে উদয়॥

তরজে গরজে ঘোর সুগভীর স্বরে।
সেই রূপ দেখে সতী দিল্লীর ঈশ্বরে॥
প্রথমতঃ প্রকম্পিত হইল শরীর।
প্রবল পবনে যেন কদলী অস্থির॥
কিন্তু ক্ষত্রিয়ার তেজ থাকে কত ক্ষণ।
শরদ্ জলদে কভু ঢাকে বিকর্ত্তন॥
কেশরী-কুমারী প্রায় বিষম বিক্রম।
কহে সতী শুন "রে মোগল নরাধম॥
তুমি না ধার্ম্মিক ধীর বীর বাদ্‌শাহ।
তুমি না জগৎগুরু বলি যশ চাহ॥
তুমি না অভেদ-জ্ঞানী সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রতি।
তুমি না সাধুর শ্রেষ্ঠ সুরতি সুমতি॥
এই কি তোমার ধর্ম্ম রে রে দুরাশয়।
এই কি বীরত্ব তব যবন তনয়॥
এই কি তোমার পুণ্যব্রত-পরিচয়।
এই কি তোমার কীর্ত্তি, কলুষনিলয়॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে মোগল দুরাচার।
মনে ভাব পরলোকে কিসে পাবে পার॥"
কথা শুনি আক্‌বর হইল অবাক্।
মানস চঞ্চল যেন কুলালের চাক্॥

ভাবে, "সুনিশ্চয় পতিব্রতা এই নারী।
এত দিনে অবলার হাতে হৈল হারী॥
ভুবনের ভামিনী ভাবিনীগণ যত।
আমার প্রণয় যাচে কাঙ্গালিনী মত॥
এ নারী কেমন নারী নারি চিনিবারে।
নারিলাম কোহীনুর রত্নে কিনিবারে॥
যে হোক্ সে হোক্ এরে ছাড়া কভু নয়।
ছলে বলে বশীভূত করা যুক্তি হয়॥
শুদ্ধ দেহে যদি যায় কলঙ্ক রটিবে।
রাজোড়া-মণ্ডল সহ বিবাদ ঘটিবে॥"
এত ভাবি যায় শাহ প্রসারিত করে।
ধরিতে ধীরায়, থর থর কলেবরে॥
হেরিয়ে হরিণনেত্রা হরিদারা প্রায়।
কণ্ঠে ধরি দূরেতে ফেলিল বাদ্‌শায়॥
অবশ নরেন্দ্রনাথ স্মরশরাঘাতে।
ছিন্নমূল দ্রুম-প্রায় পড়িল ধরাতে॥
অমনি রমণী হৃদে পদাঘাত করি।
কহিতে লাগিলা করে করবাল ধরি॥
"অরে রে গোলামপুত্র গোলাম দুর্জ্জন।
এত বড় সাধ্য তোর শূকরনন্দন॥

কোথায় করেছ আশা পাপিষ্ঠ পামর।
শৃগাল হইয়া চাহ সিংহসুতা-কর ॥
জান না ভানুর বংশ ভানু অংশধর।
শশদীয় পুরুষ প্রমদা পরিকর ॥
রে দুর্ম্মতি আমরা মোগলসুতা নই।
বানুরের বানরী স্বরূপ বাঁধা রই ॥
আমাদের অস্ত্র নহে সূচিকা কর্ত্তরী।
এই দেখ করে করবালী ভয়ঙ্করী ॥
এই দেখ পরীক্ষা তাহার দুরাচার।
এই রে তৈমুর বংশ করি রে সংহার ॥”
এত বলি উঠাইল করাল কৃপাণ।
নিরখিয়া আক্‌বর হৈল হতজ্ঞান ॥
অকস্মাৎ পুষ্পবৃষ্টি সতীর উপরে।
ধন্য ধন্য বলি দৈব-বাণী ঘোর স্বরে ॥
ভাবে শাহ ভীমা মূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ।
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম আপন মরণ ॥
দূর-গত পূর্ব্বভাব কহে সবিনয়ে।
“শুন শক্তিমতী সতি শক্তির তনয়ে ॥
জানিলাম তুমি সতী সত্য পতিব্রতা।
ক্ষত্রকুল পবিত্রকারিণী কল্পলতা ॥

ধন্য বীরাঙ্গনা তুমি বীরের নন্দিনী।
বীরগণ অন্তরেতে আনন্দ স্যন্দিনী॥
করিয়াছি অপরাধ মাগি পরিহার।
রোষ পরিহর, হর দুর্গতি আমার॥
করিলাম মাতৃরূপে তোমারে স্বীকার।
স্বচ্ছন্দে সুখেতে যাহ গৃহে আপনার॥
এক মাত্র ভিক্ষা মম কর অঙ্গীকার।
প্রকাশ না হয় যেন এই সমাচার॥"

শান্ত হয়ে সতী কহে "তবে ক্ষমি আমি।
যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ ক্ষিতিস্বামি॥
সত্য কর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি।
লিখে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তখৎ করি॥
যদবধি তুমি কিম্বা তব বংশধর।
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর॥
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী-অধিকারী।
না আনিবে নিজপুরে রাজপুৎনারী॥"
তথাস্তু বলিয়া শাহ করে অঙ্গীকার।
লিখে দিল সেই কথা আজ্ঞা অনুসার॥
পুনরায় বহুতর করিল বিনতি।
প্রসন্ন হৃদয়ে গৃহে ফিরে গেল সতী॥

হেথা পৃথ্বী প্রিয়া-হারা পারাবত-প্রায়।
যামিনী-যাপন করে ছট্‌ফট্‌ কায়॥
কভু আসি কাকতন্দ্রা নয়নে উদয়।
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে তার কুস্বপ্ন তনয়॥
মিথ্যাদৃষ্টি মহিলা তাহার প্রমোদিনী।
মানস-প্রমদ-বনে ভ্রমে প্রমাদিনী॥
কুস্বপ্নে দেখিছে পৃথ্বী মহা পারাবার।
প্রবল পবনে তরঙ্গিত অনিবার॥
তরল তুফানে এক তরণী চঞ্চল।
টল টল শতদলদলে যেন জল॥
কখন আকাশমার্গে উঠিছে যেমন।
কখন পাতালে যেন করিছে গমন॥
ভেঙ্গে পড়ে গুণবৃক্ষ, কাণ্ডারী বিকল।
তুতকে দাঁড়ায়ে কাঁপে আরোহী সকল॥
তার মাঝে এক নারী রোদন বদনে।
গগণের প্রতি দৃষ্টি উন্নত নয়নে॥
ছিন্ন ভিন্ন অলকা উড়িছে সমীরণে।
ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণপ্রভার কিরণে॥
আইল প্রবল বাত্যা কুলিশ কল্লোলে।
ভগ্নতরী মগ্ন করে সাগরহিল্লোলে॥

তরঙ্গে বনিতা সেই, হয়ে নিপতিতা।
কভু নিমজ্জিতা হয় কভু সমুত্থিতা॥
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
প্রাণপ্রিয়া সতী সিন্ধুগর্ভে পায় লয়॥
জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি।
দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী॥

মনোদুঃখে বসি তথা ভাবে পুনর্ব্বার।
"এখনো এল্যো না কেন প্রেয়সী আমার॥
না জানি কি অমঙ্গল ঘটিল তাহার।
ছারে খারে যাক্ ছার নৌরোজা বাজার॥
কেন তথা যাইবারে দিলাম বিদায়।
এখন ভাবিয়ে মরি প্রমদার দায়॥"
দাসীরে ডাকিয়ে পৃথ্বী জিজ্ঞাসে সঘনে।
"ভ্রাতৃবধূ এস্যেছেন ফিরে কি ভবনে॥"
দাসী কয় "মহাশয় অনাগত তিনি।
না জানি বিলম্ব কেন করেন ভর্ত্তিনী॥"
পুনরায় ভাবনায় তন্দ্রার তুহিন।
মুদ্রিত করিল তার নয়ননলিন॥

পুনরায় কুস্বপন করে নিরীক্ষণ।
যেন সুবিস্তীর্ণ এক নিবিড় কানন॥
দাবানলে প্রজ্বলিত তার চারি ধার।
নানা জাতি জীব জন্তু করে হাহাকার॥
তার মাঝে গরজে ভুজঙ্গ ভয়ঙ্কর।
সহস্র ফণায় ক্ষরে বিষবৈশ্বানর॥
তার পুরোভাগে এক পলায় রমণী।
ঘন বেগে পশ্চাতে ধাইছে সেই ফণী॥
শীহরিতা বরাঙ্গনা চেতন-রহিতা।
নিপতিতা ধরায়, হইল বিমোহিতা॥
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
ভোগীভয়ে ভার্য্যা সতী ভ্রান্তী-মতি হয়॥
জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি।
দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী॥

বলে হায় একি দায় ঘটিল আমায়।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পায় উপায়॥
এক বার ভাবে মনে যাই অন্বেষণে।
কখন্ হইবে দেখা প্রেয়সীর সনে॥

আর বার ভাবে তাহে হইবে কি ফল।
সুষুপ্তির ক্রোড়ে নীত মনুষ্যমণ্ডল॥
কেহ নহে জাগরিত এমন সময়।
হতভাগ্য আমি ভিন্ন কেহ দুঃখী নয়॥
জিজ্ঞাসিব এখন কাহারে সমাচার।
বাদ্‌শার মহলেতে পড়িয়াছে দ্বার॥
ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ লাগিল নিদালী।
পুনরায় হৃদে বহে কুস্বপ্নপ্রণালী॥
দেখে এক অতি উচ্চতর গিরিবর।
পরশিছে তুঙ্গ শৃঙ্গ নীরদনিকর॥
কন্দরে ভ্রমিছে এক ভীষণ শার্দ্দূল।
ঘন ঘন ধরাপৃষ্ঠে আছাড়ে লাঙ্গুল॥
নবীনা ললনা এক দূরেতে পলায়।
বহে স্রোতস্বতী সেই গিরির তলায়॥
পলাইতে প্রমদা পতিতা ভৃগুদেশে।
অধোভাগে ঘোর বেগে পড়ে মুক্ত কেশে॥
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
প্রাণপ্রিয়া সতী স্রোতস্বতী-গত হয়।
জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি।
দেখে গৃহে দাঁড়াইয়ে জায়া গুণবতী॥

বিভাবরীশেষে সতী আসিয়ে উদয়।
নিরখিয়ে কবিবর চঞ্চল হৃদয়॥
কহে “প্রাণপ্রিয়ে সতি কহ বিবরণ।
কোথায় করিলে এত যামিনী যাপন॥
মনে কি ছিল না গৃহ রঙ্গ রস পেয়ে।
সর্ব্বরীর শেষে এল্যে মোর মাথা খেয়ে॥
কিঞ্চিৎ ভাবিতে যদি যাতনা আমার।
তবে কি থাকিতে ভুলে আপন আগার॥
চিন্তানলে দাহন করিলে মম তনু।
নারীধর্ম্মে সার কথা কহিলেন মনু॥
কুলবধূ অবিহিত পরগৃহে গতি।
জনারণ্যে গমন না করে কভু সতী॥
তোমারে বিদায় দিয়ে দুর্ভাবনা কত।
কুস্বপনে বিভাবরী হইল বিগত॥”
কহে সতী স্মিতমুখে বচন অমিয়।
“যা কহিলে তাহাই ঘটিল প্রাণপ্রিয়॥
যে রতন তোমার আদৃত অতিশয়।
আজ নিশী হরিল তস্কর দুরাশয়॥
কি কাজ এ দেহে আর বল প্রাণ ধরি।
দেহ খর করবাল প্রাণ পরিহরি॥”

শুনি পৃথ্বী ভাব কিছু বুঝিতে না পারে।
কহে "পরিহাস হর প্রেয়সি আমারে॥
কহ সত্য বাণী ধনি, কহ সত্য বাণী।
তোমার বচন কভু অন্যথা না মানি॥"
প্রফুল্ল বন্ধুক প্রায় হসিত অধরে।
স্বীকৃতি-পত্রিকা সতী দিল পতি-করে॥
কহিল সকল কথা গোপন না করি।
কবি কহে "এক কথা জিজ্ঞাসি সুন্দরি॥
শাহের নিকটে তুমি করেছিলে পণ।
সদাকাল রাখিবারে কথা সংগোপন॥
সে সত্য করিলে ভঙ্গ প্রকাশিয়ে কথা।
সতীর এরূপ কার্য্য অযোগ্য সর্ব্বথা॥
তুমি যদি লঙ্ঘিলে আপন অঙ্গীকার।
কহ এ স্বীকৃতিপত্রে আস্থা কিবা আর॥
দেখ রণে এক পক্ষ যদি ভাঙ্গে সন্ধি।
অন্য পক্ষে কিবা দায় থাকে সত্য-বন্ধি॥"
সতী কহে "কিসে সত্য লঙ্ঘিলাম আমি।
বেদে বলে এক তনু পত্নী আর স্বামী॥
তবে জানিলাম নাথ তুমি এবে পর।
পরিণয়ে দেহ নাই অর্দ্ধ কলেবর॥"

এই রূপ হাস্য রসে পোহায় সর্ব্বরী।
প্রত্যূষে চলিল পৃথ্বী দিল্লী পরিহরি॥
সস্ত্রীক পুষ্কর তীর্থে করিলেক স্নান।
কত দিন থাকি তথা করে দান ধ্যান॥
সেই সে লিখিল পত্র রাণার নিকটে।
"কাহারো নিস্তার নাই নৌরোজাসঙ্কটে॥"
রাজ্য নাশে সেই কালে কাননে কাননে।
ভ্রমেন প্রতাপ সিংহ পরিবার সনে॥
জনরবে শুনিলেন পৃথ্বী কবিবর।
রাজ্যলাভ হেতু পুনঃ মেরু নরেশ্বর॥
দিল্লীশ্বর আনুগত্য করিবে স্বীকার।
পত্র পাঠাইলা জানিবারে সমাচার॥
সেই পত্র এই পত্র শুন হে সুজন।
ইতি শ্রীশূরসুন্দরী কথা সমাপন॥

সমাপ্ত।